বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২১

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

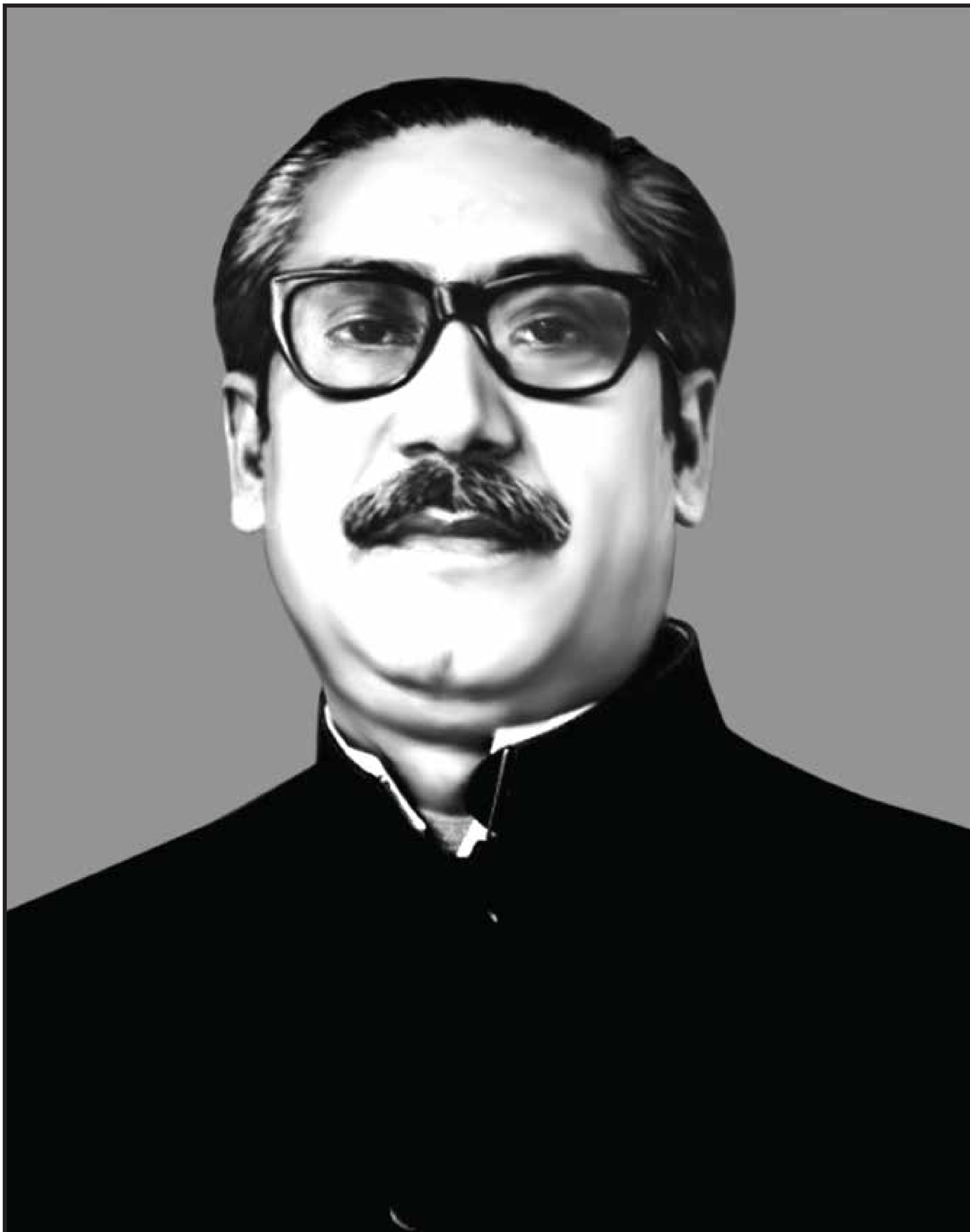

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর যোগ্য উত্তরসূরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ। রূপকল্প ২০৪১ তথা উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন ধারণ করে দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রবেশের বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। একই সাথে দক্ষ জনশক্তি যোগান দেওয়ার সক্ষমতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যুব জনগোষ্ঠীকে শ্রমবাজারের বিদ্যমান ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ পেশায় উপযুক্ত দক্ষতা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তুলে সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর সময় এসেছে। এ লক্ষ্যে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতা-প্রশিক্ষণের জন্য অভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলাম, কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও সনদায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষের গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারম্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এনএসডিএ'র অন্যতম লক্ষ্য হলো জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সকল দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা। এছাড়া, দক্ষতা উন্নয়নে সম্পৃক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধন করে প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে যুব সমাজকে দক্ষতা-প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করাও এনএসডিএ এর অন্যতম দায়িত্ব। দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে ব্রতী হয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এনএসডিএ কর্তৃক বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১ এবং দক্ষতা-উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা গভর্নিং বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে।

মানসম্পন্ন দক্ষতা-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, চাহিদা ও পরিবর্তনের সঙ্গে উদ্ভাবনীমূলক দক্ষতা উন্নয়নে সকল অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার বিষয়ে এনএসডিএ নিরলসভাবে কাজ করছে। এ সকল কর্মক্রম তুলে ধরে এনএসডিএ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের তথ্যবহুল বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রকাশনার মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজন এনএসডিএ'র কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে উপকৃত হবেন বলে আশা করি।

আমি এনএসডিএ-এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ড. আহমদ কায়কাউস

সিনিয়র সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, "এ-দেশে সম্পদ সৃষ্টি করতে না পারলে আপনাদের পেট ভরে খাবার দেবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনাদের পরিশ্রম করতে হবে। সম্পদ উৎপাদন করতে হবে।" জাতির পিতার এ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক সম্পদ উৎপাদন করতে হলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনগোষ্ঠী একান্ত প্রয়োজন। তাই দেশের লক্ষ লক্ষ যুব জনগোষ্ঠীকে দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের উপযুক্ত করে জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারা দেশের দক্ষতা প্রশিক্ষণ তদারকি, কারিকুলাম ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, অ্যাসেসর পুল তৈরি, শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন, দক্ষতা গ্রাজুয়েটদের সনদায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কার্যক্রম শুরু করে।

বর্তমান বিশ্বে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভবের ফলে দ্রুত আধুনিক শিল্পের প্রসার ঘটছে। এরই ধারাবাহিকতায় নতুন নতুন পেশার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে নতুন কারিকুলাম ও যোগ্যতাভিত্তিক দক্ষতা ম্যাটেরিয়াল তৈরির মাধ্যমে যুবদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গুণগত দক্ষতা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করে দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের উপযোগী করে দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। করোনা মহামারীর কারণে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। পাশাপাশি, এ সময়ে নতুন নতুন পেশার উদ্ভব হয়েছে যেখানে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল তৈরি করা প্রয়োজন।

দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানে করোনা মহামারীর সময় ও মহামারী-উত্তর পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখা জরুরি। চলমান দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের সঙ্গে বর্তমান ও মহামারী-উত্তর পরিস্থিতিতে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের সামনে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। এজন্য মানসম্পন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ, শিল্প সংযোগ তৈরি, যোগান-ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতদের উর্ধ্বমুখী এবং আনুভূমিক অন্তর্ভুক্তি এবং সার্বিকভাবে, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান প্রয়োজন। দক্ষতা উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে যুবসমাজকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পেশার উপযোগী করে গড়ে তোলা দরকার। বর্তমান সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে কার্যক্রম শুরু করেছে। আমি আনন্দিত যে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করছে। গত অর্থবছরে এনএসডিএ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রম এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হবে বলে আমি আশা করি। প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া

নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই"। আর এই সোনার মানুষ তৈরির জন্য দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ প্রণীত হয়। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বহুমুখী শ্রমের চাহিদা পূরণ, প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে কর্মীদের রিস্কিলিং ও আপস্কিলিং এর মাধ্যমে কর্মোপযোগী করা, পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক বাজারে অধিকসংখ্যক দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়ন করা, ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা এবং তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম শুরু করেছে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী এই কর্তৃপক্ষের অন্যতম কাজ হলো- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সরকারি সংস্থা ও বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন সমন্বয়, সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, দক্ষতা তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠা, শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনসহ দক্ষতা কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে যুব সমাজকে দক্ষতা প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করা।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মিশন ও ভিশন অনুযায়ী নির্ধারিত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট, ট্রেইনার ও অ্যাসেসর পুল তৈরি, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা বিবেচনায় কারিকুলাম ও অকুপেশনাল স্ট্যান্ডার্ড তৈরি, বিভিন্ন সেক্টরে শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি) গঠনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম পরিকল্পনা মোতাবেক সম্পন্ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, নিয়োগ প্রবিধানমালা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন গাইডলাইন, আইসিটি ফ্রিল্যান্সারদের দক্ষতা সনদায়ন গাইডলাইন, আরপিএল গাইডলাইন, কোর্স পরিচালনার স্বীকৃতি গাইডলাইনসহ মোট ৭টি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১ ও ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান, ২০২০-২০২৫ গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া, এনএসডিএ-এর তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল (দক্ষতা সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার) তৈরি করা হচ্ছে যার মাধ্যমে দক্ষতা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করা সম্ভব হবে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

দুলাল কৃষ্ণ সাহা

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার অন্যতম প্রধান উপায় দক্ষতা উন্নয়ন। সে-কারণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দক্ষতা প্রশিক্ষণের সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন জরুরি। মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক সম্মৃদ্ধির জন্য দেশের বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুবসমাজকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কাজ করছে।

গত প্রায় দেড় বছর ধরে করোনা মহামারীর কারণে সারা বিশ্ব বিপর্যস্ত। মহামারীর কারণে অনেক দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে। কোনো কোনো পেশার সুযোগ সংকোচিত হওয়ার পাশাপাশি নতুন নতুন পেশার উদ্ভব হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নতুন পেশা চিহ্নিত করে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে এনএসডিএ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। পাশাপাশি, প্রযুক্তির সাথে খাপ-খাওয়াতে দক্ষতা উন্নয়নে নতুন নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তির বিষয় প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নে প্রচলিত প্রশিক্ষণ কোর্সের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এ বিষয়েও কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে এনএসডিএ।

উল্লেখ্য যে, দেশের যুবসমাজের একটি বড় অংশ প্রশিক্ষণ ছাড়াই দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত থেকে উপার্জন করছেন। দীর্ঘদিন কাজে সম্পৃক্ত থাকায় তারা কোন কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কিন্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণহীন এসকল কর্মীদের দক্ষতার কোনো সনদ না থাকায় তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। তাই তাদের পূর্ব অজ্ঞিতার স্বীকৃতি (RPL) প্রদানের মাধ্যমে উন্নততর কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি এবং অধিকতর উপার্জন করার বিষয়েও এনএসডিএ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। দেশ-বিদেশের বাজারের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী যথাযথ দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য বাজার-নির্ভর নতুন নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে পেশাভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়েও এনএসডিএ কাজ করছে।

প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন এবং দেশ-বিদেশের বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানে দেশের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের সমন্বয় করার লক্ষ্যে এ-সকল প্রতিষ্ঠানের এনএসডিএ-তে নিবন্ধিত হওয়া প্রয়োজন। এ পর্যন্ত ২২৭টি প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধিত করা হয়েছে। অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি অ্যাসেসর পুল গঠনের কাজ চলমান আছে। আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মান বজায় রেখে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৩ জন অ্যাসেসরকে পুলভুক্ত করা হয়েছে এবং ২৩টি অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

দক্ষতা প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে পেশার আদর্শমান অনুযায়ী দক্ষতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষকের মান উন্নয়ন, অ্যাসেসরের মান উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ল্যাব বা ওয়ার্কশপের আদর্শমান নির্ধারণ, ল্যাব ও ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নির্ধারণে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড ও কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট (CAD) প্রণয়ন করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরসহ এ পর্যন্ত ৮১টি স্টান্ডার্ড ও সিএডি এবং ১১টি কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

দক্ষতা উন্নয়নে শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি)-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে ১২টি আইএসসি গঠন সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও তিনটি আইএসসি গঠনের কার্যক্রম চলমান আছে। আইএসসি গঠন, পরিচালনা ও পরিবীক্ষণের নিমিত্ত আইএসসি অপারেশনস গাইডলাইন চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। তাছাড়া, সেন্টার অব এক্সিলেন্স, জাতীয় মানবম্পদ উন্নয়ন

তহবিল ব্যবহার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন গাইডলাইনসহ কয়েকটি গাইডলাইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান। দেশ ও বিদেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর-সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের পর থেকে কাজ করছে। প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়ের কার্যক্রম চলমান আছে। ২০২২ সালে চীনের সাংহাইয়ে অনুষ্ঠেয় বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা প্রতিযোগিতা আয়োজনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

এনএসডিএ প্রদত্ত সেবাসমূহ ডিজিটাল করা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত সকল তথ্য অনলাইনের মাধ্যমে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা পোর্টাল (www.skillsportal.gov.bd) তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা পোর্টালের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত ১৬টি মডিউলের মধ্যে একটি মডিউল ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অনলাইনে নিবন্ধনের আবেদন করতে পারছে। জাতীয় দক্ষতা পোর্টালটি তৈরির কাজ সম্পন্ন হলে দেশে ও বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা সম্পর্কিত তথ্য, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণার্থীর সনদসহ বিস্তারিত সকল তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি জাতীয় দক্ষতা পোর্টালটি নিয়োগদাতা এবং প্রশিক্ষিত জনশক্তির মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং এনএসডিএ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ অনলাইন করার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সরাসরি ভূমিকা পালন করবে।

এনএসডিএ-এর ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিবেদনটি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সম্মানিত নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব দুলাল কৃষ্ণ সাহা সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে সর্বদা সহযোগিতা করেছেন। তার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। বিভিন্ন তথ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষের যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি সহায়তা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

মোঃ নুরুল আমিন
সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১ খ্রি.

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

দুলাল কৃষ্ণ সাহা, নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)

সম্পাদক

মোঃ নূরুল আমিন, সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)

সহযোগী সম্পাদক

মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, উপপরিচালক (এইচআরএম ও প্রকিউরমেন্ট)

সার্বিক সহযোগিতায়

কামরুন নাহার সিদ্দীকা, সদস্য (সমন্বয় ও এ্যাসেসমেন্ট)
ড. মোঃ জিয়াউদ্দীন, সদস্য (নিবন্ধন ও সনদায়ন)
বেগম আলিফ রুদাবা, সদস্য (পরিকল্পনা ও দক্ষতামান)
মোঃ আব্দুর রহমান, পরিচালক (প্রশাসন)
জেসমীন আক্তার, পরিচালক (এ্যাসেসমেন্ট)
মোঃ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (নিবন্ধন)
সায়রা পারভীন, পরিচালক (দক্ষতা কার্যক্রম সমন্বয়)
অংশু কুমার দেবনাথ, পরিচালক (সনদায়ন)
ড. মো. আনোয়ারুল হক, পরিচালক (পরিকল্পনা ও শিল্প সংযোগ)
ড. জাহাঙ্গীর হোসেন, পরিচালক (অর্থ)
মোঃ কামরুজ্জামান, পরিচালক (দক্ষতামান ও পাঠ্যক্রম)
শুভ্রা রায়, উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)
মোহাম্মদ জাহিদ আখতার, উপ পরিচালক (প্রশাসন)
মোঃ আবু ওয়াদুদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)
তাছলিমা আক্তার, উপপরিচালক (নিবন্ধন)
ইফ্ফাত জাহান, উপপরিচালক (দক্ষতামান)
মোঃ শামীম-আল-ইমরান, উপপরিচালক (মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল)
মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, উপপরিচালক (এ্যাসেসমেন্ট)
প্রকৌশলী বি, এম, শরিফুল ইসলাম, উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ)
বেগম সাইদা খানম, সহকারী পরিচালক (দক্ষতামান)
মোঃ শাহ আলম মিয়া, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)
মোঃ নাজমুল হাসান, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
মোসাঃ আফিয়া সুলতানা চৌধুরী, জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর
নূরুন্নাহার বেগম, নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

অক্টোবর ২০২১

শব্দ-সংক্ষেপ

এপিএ (APA)	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement)
বিএনকিউএফ (BNQF)	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (Bangladesh National Qualification Framework)
বিটিইবি (BTEB)	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (Bangladesh Technical Education Board)
সিএডি (CAD)	কোর্স অ্যাক্রেডিটেশন ডকুমেন্ট (Course Accreditation Document)
সিবিএলএম (CBLM)	কম্পিটেন্সি বেইজড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (Competency-Based Learning Material)
সিওই (COE)	সেন্টার অব অ্যাক্সিলেন্স (Centre of Excellence)
সিএস (CS)	কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (Competency Standard)
জিওবি (GoB)	গর্ভনমেন্ট অব বাংলাদেশ (Government of Bangladesh)
আইএলও (ILO)	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (International Labour Organization)
আইএসসি (ISC)	ইন্ড্রাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (Industry Skills Council)
কেপিআই (KPI)	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator)
এলডিসি (LDC)	স্বল্পোন্নত দেশ (Least Developed Country)
এলএমআইএস (LMIS)	লেবার মার্কেট ইনফরমেশন সিস্টেম (Labour Market Information System)
এমআরএ (MRA)	পারস্পরিক সমঝোতা চুক্তি (Mutual Recognition Agreement)
এনএইচআরডিএফ (NHRDF)	জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (National Human Resource Development Fund)
এনজিও (NGO)	নন-গভর্মেন্ট অর্গানাইজেশন (Non-Government Organization)
এনএসডিএ (NSDA)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (National Skills Development Authority)
এনএসডিপি (NSDP)	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (National Skills Development Policy)
এনএসপি (NSP)	ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টাল (National Skills Portal)
এনএসকিউএফ (NSQF)	ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (National Skills Qualification Framework)
পিআইসি (PIC)	প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি (Project Implementation Committee)
পিএসসি (PSC)	প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (Project Steering Committee)
কিউএ (QA)	কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স (Quality Assurance)
আরপিএল (RPL)	পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning)
এসটিপি (STP)	স্কিলস ট্রেনিং প্রভাইডার/দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (Skills Training Provider)
টিভিসি (TVC)	টেলিভিশন কমার্সিয়াল (Television Commercial)
টিএপিপি (TAPP)	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রস্তাব (Technical Assistance Project Proposal)
টিভিইটি (TVET)	কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (Technical and Vocational Education & Training)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিচিতি ও অর্গানোগ্রাম	১৮
২০২০-২০২১-এ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সম্পাদিত কার্যাবলি	
২. প্রশাসন ও অর্থ উইং-এর সম্পাদিত কার্যাবলি	২৩
৩. পরিকল্পনা ও দক্ষতামান উইং-এর সম্পাদিত কার্যাবলি	২৮
৪. নিবন্ধন ও সনদায়ন উইং-এর সম্পাদিত কার্যাবলি	৩১
৫. সনদায়ন শাখা	৩৮
৬. দক্ষতামান শাখা	৪১
৭. সমন্বয় ও এ্যাসেসমেন্ট উইং-এর সম্পাদিত কার্যাবলি	৪৭
৮. এনএসডিএ-এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৫০
৯. এনএসডিএ-এর অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম	৫৪
১০. একনজরে এনএসডিএ-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি	৫৫
১১. কার্যনির্বাহী কমিটির সভা	৫৬
১২. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সভা	৫৬
১৩. এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যানবৃন্দ	৫৬
১৪. এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ	৫৭
ফটোগ্যালারি	৬০

১. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিচিতি

১.১ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়ন ও ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং তাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ-জন্য ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বহুমুখি শ্রমের চাহিদা পূরণ, প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক বাজারে অধিক সংখ্যক দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। দেশের বিশাল যুব জনগোষ্ঠীকে শ্রমবাজারের বিদ্যমান ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ পেশায় উপযুক্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গড়ে তুলে সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায়। তাই দক্ষতা প্রশিক্ষণ তদারকি, দক্ষতা প্রশিক্ষণার্থীদের সনদায়ন, অ্যাসেসর পুল তৈরি, শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে কার্যক্রম শুরু করে।

নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী প্রধান। আইন অনুযায়ী তিনি গভর্নিং বোর্ড এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যসচিব। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত মোট জনবল ৮৮ জন।

১.২ রূপকল্প

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি।

১.৩ অভিলক্ষ্য

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি।

১.৪ উদ্দেশ্য

১) দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা প্রশিক্ষণে এবং চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান, দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে আগ্রহী করে তোলা।

২) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম অনুশীলন চর্চা (Best Practice) অনুসরণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা পূরণে সক্ষম একটি কার্যকর মানসম্মত দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৩) অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতে যুক্ত করার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪) দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালার আলোকে দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে সৃষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কার্যকর করা।

৫) দক্ষতা উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১.৫ গভর্নিং বোর্ড

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৮ অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের একটি গভর্নিং বোর্ড আছে:

(ক) মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, ভাইস-চেয়ারম্যান

(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীগণ

(গ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(ঘ) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(ঙ) মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(চ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব

(ছ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

(জ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ

(ঝ) ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর একজন প্রতিনিধি

(ঞ) শিল্প দক্ষতা পরিষদ হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি

(ট) মানবসম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন সরকার কর্তৃক মনোনীত এরূপ ১ (এক) জন প্রতিনিধি

(ঠ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, সদস্যসচিব

গভর্নিং বোর্ড, প্রয়োজনে, যে কোনো ব্যক্তিকে গভর্নিং বোর্ডের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে বা সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

১.৬ কার্যনির্বাহী কমিটি

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ১১ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবকে সভাপতি করে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষের একটি কার্যনির্বাহী কমিটি আছে:

(ক) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(খ) মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

(গ) মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

(ঘ) মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

(ঙ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র

(চ) মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

(ছ) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর

(জ) মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

(ঝ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

(ঞ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (এনএইচআরডিএফ)

(ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূন্য একজন যুগ্মসচিব

(ঠ) শিল্প দক্ষতা পরিষদ হতে নির্বাচিত ২ (দুই) জন প্রতিনিধি

(ড) বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন কর্তৃক মনোনীত-এর একজন প্রতিনিধি

(ণ) ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন কর্তৃক মনোনীত-এর একজন প্রতিনিধি

(ত) নির্বাহী চেয়ারম্যান, সদস্যসচিব

কার্যনির্বাহী কমিটি, প্রয়োজনে, যে কোনো ব্যক্তিকে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে বা সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

১.৭ কর্তৃপক্ষ

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৫ অনুযায়ী নির্বাহী চেয়ারম্যানকে প্রধান করে ৪ (চার) জন সদস্যের সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত।

১.৮ এনএসডিএ-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৬ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

(ক) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা

(খ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator), অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা

(গ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার পূর্বাভাস সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ এবং খাতভিত্তিক দক্ষতা তথ্য ভান্ডার প্রতিষ্ঠা করা

(ঘ) এই আইনের পরিধিভুক্ত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পেশার পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning) প্রদান করা

(ঙ) দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকল্প ও কর্মসূচী পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় সাধন করা

(চ) প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন, সনদায়ন ও পারস্পরিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা

(ছ) শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা

(জ) শিল্প সংযুক্তিকরণ (Industry Linkage) শক্তিশালী করা

(ঝ) দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীয় বিবেচনায় কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা

(ঞ) সরকার বা গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো দায়িত্ব পালন করা

১.৯ এনএসডিএ-এর অংশীজন

১) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা

২) শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি), শিল্প সংগঠন, শিল্প প্রতিষ্ঠান

৩) দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (এসটিপি)

৪) এনজিও, উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ

৫) যুবসমাজ, চাকরি প্রত্যাশী, বিদেশ গমনে ইচ্ছুক, বিদেশ প্রত্যাগত

দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থী

১.১০ সাংগঠনিক কাঠামো/অর্গানোগ্রাম

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো

মোট জনবল:

১ম - ৯ম গ্রেড	:	৫৬ জন
১০ম - ২০তম গ্রেড	:	৩২ জন
মোট	:	৮৮ জন

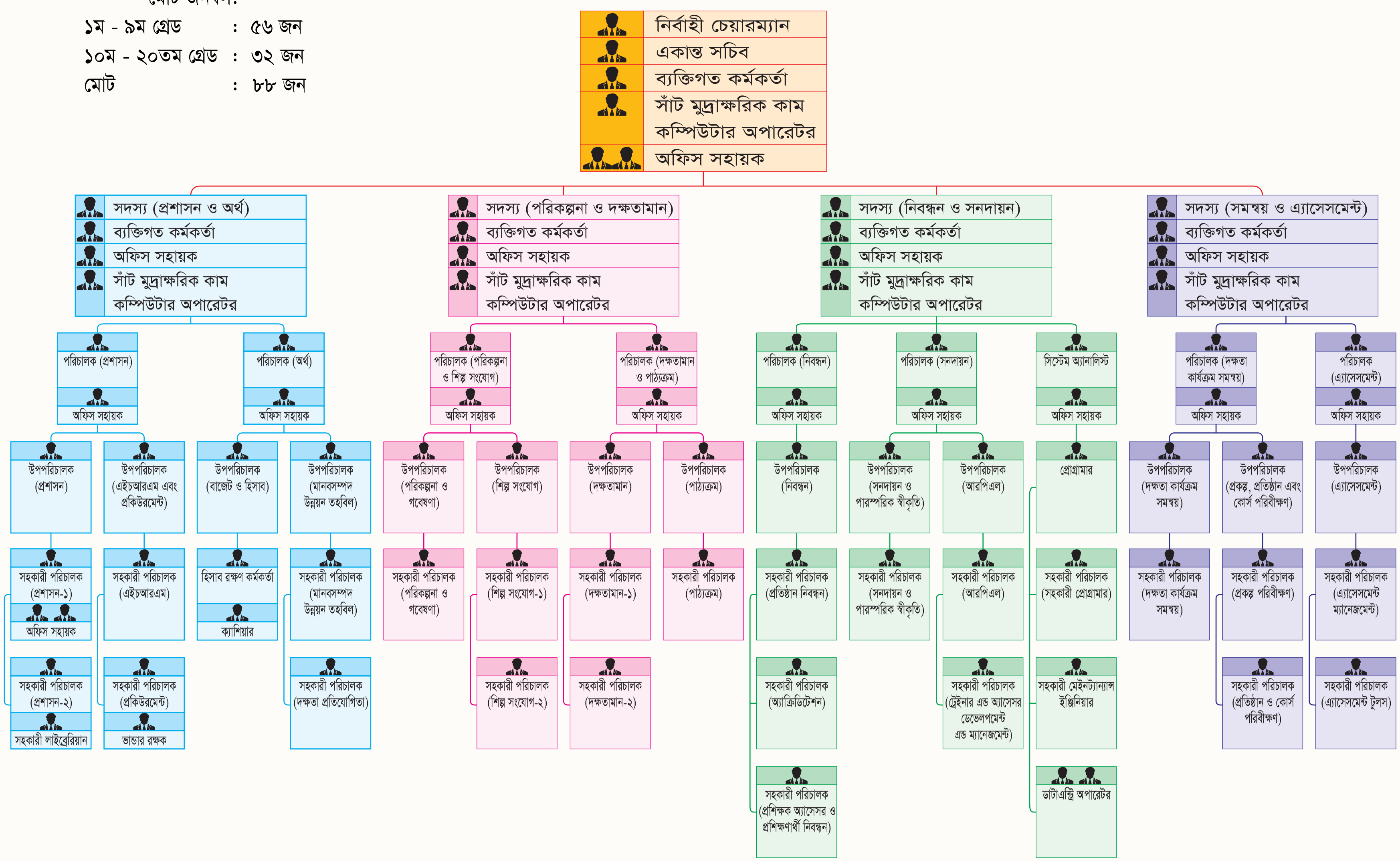

২০২০-২০২১-এ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সম্পাদিত কার্যাবলি

২.০ প্রশাসন ও অর্থ উইং-এর সম্পাদিত কার্যাবলি

২.১ জনবল অনুমোদন

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জনবল, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির জিও জারি হয়েছে। জনবল, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ টিওএন্ডই অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। ২৯ আগস্ট ২০২১ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রস্তাবিত জনবল অনুমোদিত হয়।

উল্লেখ্য যে, ২৪ জুন ২০২১ তারিখে চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। জনবল নিয়োগের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে গত ৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে শূন্য পদসমূহে কমিশনের আওতাভুক্ত কোনো পদ রয়েছে কি না সে বিষয়সহ এ-ক্ষেত্রে এনএসডিএ-এর করণীয় সম্পর্কে কমিশনের মতামত প্রদানের জন্য গত ১২ আগস্ট ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। মতামতের ভিত্তিতে এনএসডিএ-এর নিজস্ব জনবল হিসেবে ১৩ পদে ৫৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারি নিয়োগের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২.২ এনএসডিএ-এর অফিস স্থানান্তর

বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) ভবন, আগারগাঁও, ঢাকায় এনএসডি-এর কার্যালয় স্থানান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। জুলাই ২০২১ থেকে অফিসের কার্যক্রম বিনিয়োগ ভবন, ই-৬/বি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ এই ঠিকানায় পরিচালিত হচ্ছে।

১০ জুন ২০২১ তারিখে বিডা ভবনে অফিস স্থানান্তর-সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

এনএসডিএ-এর নতুন অফিসে নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)-এর অফিস কক্ষ

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অফিস বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, আগারগাঁও-এ স্থানান্তরিত হওয়ায় নতুন অফিসের জন্য ফার্নিচার ক্রয়প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, নতুন অফিসে এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাদের জন্য কম্পিউটারসহ আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় সমাপ্ত হয়েছে।

এনএসডিএ-এর নতুন অফিসের একাংশ

২.৩ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য গভর্নিং বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করা হবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১-এর উপর ভিত্তি করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২০-২৫ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন আইন, ২০১৮-এর ধারা ২৪-এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন বিধিমালা, ২০২০ তৈরি করে। বিধিমালাটি ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে গেজেটভুক্ত হয়।

২.৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-এর মধ্যে ১ জুলাই ২০২১-৩০ জুন ২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

২.৫ জাতীয় স্কিলস পোর্টাল

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা ও যোগান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, প্রশিক্ষণার্থীদের সনদায়ন ও স্কিলস গ্রাজুয়েটদের তথ্য, কোর্স এক্রিডিটেশন, পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, শিক্ষানবিশি, আইএসসি-সংক্রান্ত বিষয়াদির সমন্বয়ে একটি স্কিলস পোর্টাল তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান অনলাইনে নিবন্ধনের মডিউল সম্পন্ন হয়েছে। স্কিলস পোর্টাল কম্পোজিট ও মডিউলার আকারে তৈরি হবে যেখান থেকে ডাটাএন্টির সুবিধা, স্কিলসগ্যাপ বিশ্লেষণ এবং চাহিদা মোতাবেক রিপোর্ট তৈরির সুবিধা থাকবে। প্রাথমিকভাবে ১৬টি মডিউলের পরিকল্পনা থেকে পোর্টালের কার্যক্রম চলমান আছে। জাতীয় স্কিলস পোর্টাল তৈরির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সিনেসিস আইটি লি.-এর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

জাতীয় দক্ষতা পোর্টাল তৈরির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সিনেসিস আইটি লি.-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

জাতীয় স্কিলসপোর্টালের ১৬টি মডিউলের চিত্র নিচে দেখানো হলো:

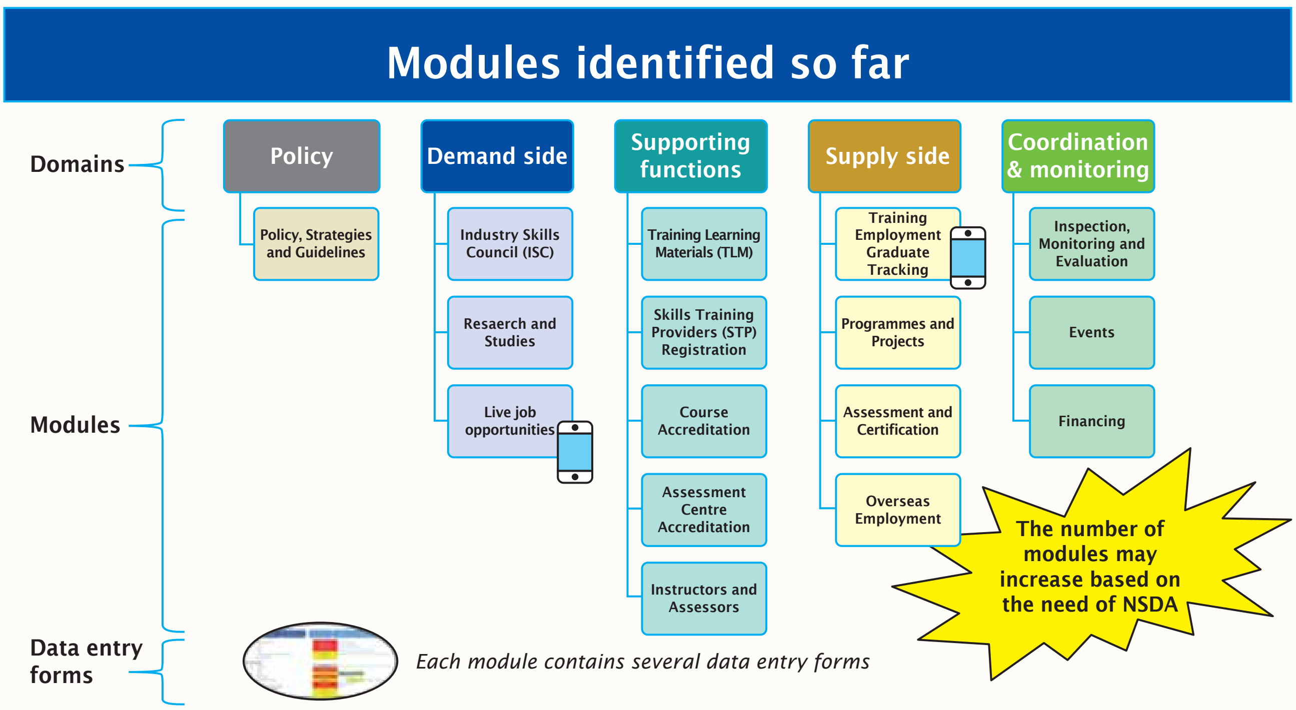

১) পলিসি, স্ট্র্যাটিজি ও গাইডলাইন, ২) ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি), ৩) রিসার্চ এন্ড স্টাডিজ, ৪) লাইভ জব অপরচুনিটিস, ৫) ট্রেনিং লার্নিং ম্যাটেরিয়ালস, ৬) স্কিলস ট্রেনিং প্রোভাইডারস রেজিস্ট্রেশন, ৭) কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন, ৮) অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার অ্যাক্রিডিটেশন, ৯) ইন্সট্রাক্টর এন্ড অ্যাসেসর, ১০) ট্রেনিং এমপ্লয়মেন্ট গ্রাজুয়েট ট্রাকিং, ১১) প্রোগ্রাম এন্ড প্রজেক্ট, ১২) অ্যাসেসমেন্ট এন্ড সার্টিফিকেশন, ১৩) ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট, ১৪) মনিটরিং এন্ড ইভ্যাল্যুয়েশন, ১৫) ইভেন্টস এবং ১৬) ফাইন্যান্সিং।

২.৬ জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন গাইডলাইন

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এ কর্তৃপক্ষের কার্যাবলির মধ্যে জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার সম্পর্কীয় সুপারিশ প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজারভিত্তিক চাহিদার নিরিখে দক্ষতা উন্নয়নে মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিলের অর্থ ব্যবহার করা যাবে। প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিল্প দক্ষতা পরিষদ, অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী, চর ও হাওর অঞ্চলের জনগোষ্ঠী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, পথ শিশু, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসী, বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া, চাকুরি প্রার্থী, বেকার বিদেশগামী কর্মী, বিদেশ প্রত্যাগত কর্মী এ সুবিধার আওতায় আসতে পারে। তাছাড়া শিক্ষণ উপকরণের উন্নয়ন, শিখন উপকরণ ও স্ট্যান্ডার্ডের আধুনিকায়ন, ল্যাব ও ওয়ার্কশপের আধুনিকায়ন, চাকরি মেলা, আন্তর্জাতিক সনদায়ন, বিদেশি স্বনামধন্য সনদায়ন প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক স্বীকৃতি, বিশেষজ্ঞ (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) প্রশিক্ষক নিয়োগ, অভিবাসী কর্মীদের পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (আরপিএল) ইত্যাদি কাজেও এ তহবিল ব্যবহার করা যাবে। অর্থপ্রাপ্তির যোগ্য কার্যক্রম ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে নির্ধারণ করা যেতে পারে:

(ক) সরকারি/বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

(খ) শিল্প দক্ষতা পরিষদ (Industry skills Council)

(গ) শিল্প সংগঠন (Industry Association)

(ঘ) যথাযথ সংস্থায় নিবন্ধিত এনজিও

(ঙ) অনুমোদিত সেন্টার অব এক্সিলেন্স

(চ) দক্ষতা বিষয়ক গবেষণা, জরিপ, সমীক্ষা, উদ্ভাবন, কাজে সম্পৃক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান

(ছ) আরপিএল কার্যক্রম সম্পৃক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

(জ) শিক্ষানবিশি কার্যক্রম সম্পৃক্ত আইএসসি/শিল্প প্রতিষ্ঠান

(ঝ) দক্ষতা প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত শিল্প সংযোগ (Industrial Attachment) কার্যক্রম

(ঞ) প্রাক-কর্মসংস্থান ও বর্ধিত দক্ষতা উন্নয়নে (Up-skilling) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান

(ট) যোগ্যতা ও উপযুক্ততা বিচারে এনএসডিএ কর্তৃক বিবেচিত অগ্রাধিকার খাত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান

(ঠ) আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য সনদায়ন প্রতিষ্ঠান

বর্তমান ও ভবিষ্যতের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ নিয়ে গবেষণা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (এনএইচআরডিএফ) ব্যবহারের নিমিত্ত জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯ নভেম্বর ৫, ২০১৯ তারিখে ক্যাবিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

নীতিমালাটি ৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে গ্যাজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহারে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য এনএসডিএ এবং এনএইচআরডিএফ কর্তৃপক্ষের মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ে একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন গাইডলাইন প্রণয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে।

৩.০ পরিকল্পনা ও দক্ষতামান উইং-এর সম্পাদিত কার্যাবলি

৩.১ শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন

দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও এনএসডিএ-এর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা, দক্ষতার চাহিদা ও সরবরাহ বিষয়ে গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে শ্রমবাজারে বিদ্যমান চাহিদার সমন্বয় সাধন, শ্রমবাজারের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অভিন্ন পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা, শ্রমবাজারের চাহিদার পূর্বাভাস প্রদান, শিল্পে সংযুক্তি ও শিক্ষানবিশ নিয়োগে সহযোগিতা করা, উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং যোগ্য ও প্রত্যায়িত অ্যাসেসর দ্বারা এ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কার্যক্রমে সহায়তা উদ্দেশ্যে আইএসসি গঠন করা হয়। এ পর্যন্ত ১২টি আইএসসি গঠিত হয়েছে। আইএসসির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

শিল্প দক্ষতা পরিষদের কার্যাবলি

- দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট খাত বা উপ-খাত ইত্যাদির প্রশিক্ষণ চাহিদা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ নিরূপণে কর্তৃপক্ষকে শিল্প দক্ষতা পরিষদ সহযোগিতা প্রদান করবে।
- সংযুক্তি ও শিক্ষানিবিশি কার্যক্রমের আওতায় দক্ষতা প্রশিক্ষণার্থীদের শিল্প সংযুক্তিতে সহায়তা প্রদান করবে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার পূর্বাভাস সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ, দক্ষতা সংক্রান্ত গবেষণা, জরিপ সম্পাদন করে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে।
- সংশ্লিষ্ট খাত ও উপ-খাতে নিয়োজিত কর্মীদের আপ-স্কিলিং ও রি-স্কিলিং কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করবে।
- প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক ও অ্যাসেসর মূল্যায়নে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান করবে।
- সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করতে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা প্রদান করবে।

স্কিন অ্যাসথেটিক অকুপেশনের স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন কর্মশালা

এসব লক্ষ্য সামনে রেখে এ পর্যন্ত নিম্নোক্ত ১২টি শিল্প দক্ষতা পরিষদ গঠন (আইএসসি) করা হয়েছে:

১) কনস্ট্রাকশন আইএসসি

২) লেদার আইএসসি

৩) ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি আইএসসি

৪) আইসিটি আইএসসি

৫) ফার্মাসিটিক্যাল আইএসসি

৬) আরএমজি এন্ড টেক্সটাইল আইএসসি

৭) সিরামিক আইএসসি

৮) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং আইএসসি

৯) এগ্রোফুড আইএসসি

১০) ফার্নিচার আইএসসি

১১) ইনফরমাল আইএসসি

১২) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া আইএসসি

জুট সেক্টরে আইএসসি নিবন্ধন প্রক্রিয়াধীন। এছাড়াও, এগ্রিকালচার আইএসসি এবং ট্রান্সপোর্ট সেক্টর আইএসসি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

৩.২ ক্রিয়েটিভ মিডিয়া আইএসসির উদ্বোধন

১০ মার্চ ২০২১ তারিখে ১২তম আইএসসি হিসেবে ক্রিয়েটিভ মিডিয়া আইএসসি-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমান, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব দুলাল কৃষ্ণ সাহা, নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব), এনএসডিএ।

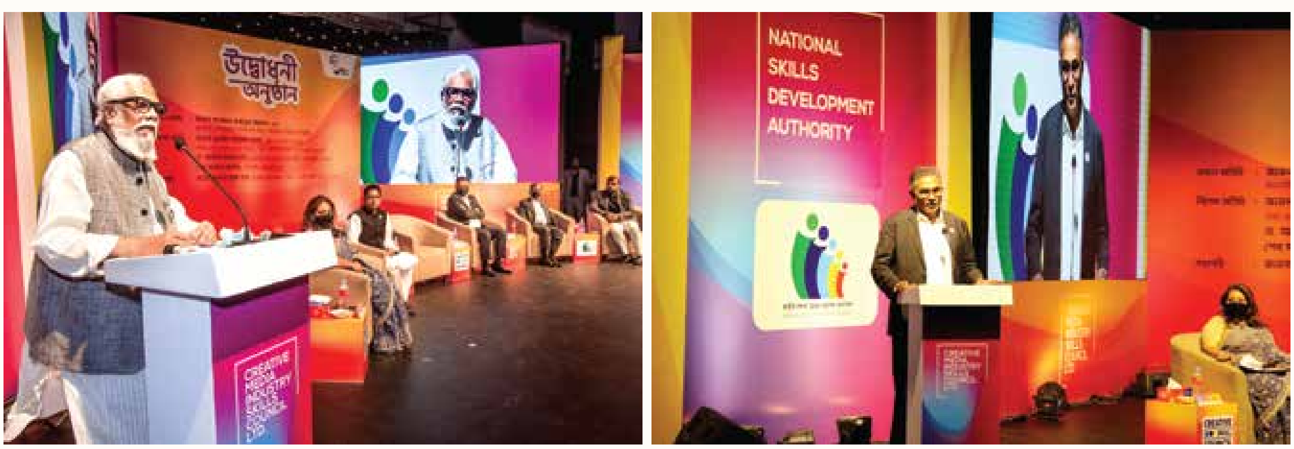

ক্রিয়েটিভ মিডিয়া আইএসসির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস

৩.৩ আইএসসি অপারেশনস গাইডলাইন প্রণয়ন

আইএসসি অপারেশনস গাইডলাইন প্রণয়নের জন্য ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা হয়েছে। ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট একটি খসড়া আইএসসি অপারেশনস গাইডলাইন তৈরি করেছেন। ড্রাফটি আইএসসিসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে সভা/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে চূড়ান্তকরণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

৩.৪ দক্ষতা উন্নয়নে শিল্প সংযুক্তি ও শিক্ষানবিশির জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন

শিল্প সংযুক্তি ও শিক্ষানবিশি ব্যবস্থা দক্ষতা উন্নয়নে একটি কার্যকর পদ্ধতি। আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় শিক্ষানবিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের বিষয় বিবেচনা করা হচ্ছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালায় শিক্ষানবিশি ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিলে শিক্ষানবিশি কার্যক্রমে অর্থায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিক্ষানবিশি গাইডলাইন প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি ড্রাফট গাইডলাইন তৈরির কাজ চলমান।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিষয়ে অবহিতকরণ সভা

৩.৫ সেন্টার অব এক্সিলেন্স গাইডলাইন প্রণয়ন

সেন্টার অব এক্সিলেন্স গাইডলাইন প্রণয়নের জন্য এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে সেন্টার অব এক্সিলেন্সের ড্রাফট তৈরি করা হয়েছে। ড্রাফটের ওপর পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে।

৩.৬ এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত প্রকল্প

এনএসডিএ-কে শক্তিশালীকরণ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের দক্ষতার মান বজায় রেখে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি TAPP প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। TAPP-এ শিল্প সংযোগ, গবেষণা, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সোস্যাল মার্কেটিং কম্পোন্যান্ট রাখা আছে। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে TAPP পুনঃগঠন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২০ জুন ২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়। TAPP অনুমোদন প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে।

৪.০ নিবন্ধন ও সনদায়ন উইং-এর সম্পাদিত কার্যাবলি

এনএসডিএ-এর অন্যতম প্রধান কাজ হলো দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এনএসডিএ-এর আওতায় নিবন্ধন প্রদান করা। নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কোর্স অনুমোদন সাপেক্ষে সনদায়িত প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে একটি নির্ধারিত দিনে সনদায়িত অ্যাসেসরের মাধ্যমে এনএসডিএ প্রণীত টুলস দ্বারা জ্ঞান, দক্ষতা ও অ্যাটিচুড মূল্যায়ন করা হয়। একটি অকুপেশনাল স্ট্যান্ডার্ড-এর সবগুলো ইউনিটে সক্ষম অ্যাসেসিকে কম্পিটেন্ট বা সক্ষমতার সনদ প্রদান করা হয়। সবগুলো ইউনিটে সক্ষম না হলে প্রশিক্ষণার্থী যেসব ইউনিটে সক্ষমতা অর্জন করেছেন তার জন্য স্টেটমেন্ট অব অ্যাচিভমেন্ট সনদ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে অকৃতকার্য ইউনিটগুলোতে অংশ নিয়ে সক্ষমতার সনদ গ্রহণের সুযোগ আছে।

সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের আওতায় তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে প্রায়োগিক দিকের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও কার্য সম্পাদনকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং ঐ কাজের জন্য শিল্পের পূর্বনির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে মূল্যায়ন করা হয়। এ ধরনের প্রশিক্ষণই প্রকৃত অর্থে কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ। এ লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম চলমান আছে।

৪.১ নিবন্ধন শাখা

৪.১.১ দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সমন্বয়সাধন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ মান উন্নয়ন, অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করেছে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ১৬(১) ধারা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও জাতীয় পর্যায়ে সনদ প্রদানে আগ্রহী দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে (এসটিপি) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে। এই লক্ষ্যে সারাদেশে বিস্তৃত বিভিন্ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে এনএসডিএ-এর আওতায় নিবন্ধিত করার নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এনএসডিএ বরাবর আবেদন দাখিল করে। প্রাপ্ত নিবন্ধন আবেদন যাচাই-বাছাই করে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৭৪টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। প্রক্রিয়াকৃত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের আবেদনের সাথে যুক্ত তথ্যাবলি সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শন টিম গঠন করে অফিস আদেশ জারি করা হয়। পরিদর্শন টিম সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক যাচাইবাছাই করে প্রতিবেদন দাখিল করে। পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ পর্যায়ক্রমে কর্তৃপক্ষের সভায় উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

করোনা মহামারীর কারণে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে কিছুটা ব্যাঘাত সৃষ্টি হলেও করোনার প্রভাব কমতে শুরু করলে পুরোমাত্রায় তা শুরু করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের ৯ম সভায় ১৯টি, ৩১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০ম সভায় ৬টি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ১১তম সভায় ১টি, ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম সভায় ২৪টি, ২৭ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩তম সভায় ২৭টি এবং ২১ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪তম সভায় ২৪টিসহ এ পর্যন্ত মোট ২২৭টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

৪.১.২ প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়া

এনএসডিএ আগ্রহী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে সময় সময় উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। আগ্রহী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারে। আগ্রহী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত শর্ত বিবেচনা করা হয়:

ক. ইন্ডাস্ট্রি-ইনস্টিটিউট লিংকেজ
খ. চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ
গ. প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা
ঘ. ভৌগোলিক অবস্থান

৪.১.৩ নিবন্ধিত ১০১টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের তালিকা

২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নলিখিত দক্ষতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধিত করা হয়:

১) মাহিন আইটি লিমিটেড, প্লট নং: ১০৩, হোসেন টাওয়ার, সেক্টর-০৭, হাউজ বিল্ডিং, উত্তরা, ঢাকা।
২) সিমেক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, শোনিম টাওয়ার, ৫৫ শাহ মাখদুম এভিনিউ, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা।
৩) দেশ পলিটেকনিক কলেজ, মিরপুর-১২, ব্লক-বি, বাড়ি-৮৫, রোড-এভি-১ (কালশী রোড), সেকশন-১২, পল্লবী, ঢাকা।
৪) ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব স্কিলস ডেভেলপমেন্ট (ব্র্যাক-আইএসডি), হজ্জ ক্যাম্প রোড, উত্তরা, দক্ষিণখান, ঢাকা।
৫) সার্ভিস সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪২, উত্তরা, ঢাকা।
৬) সেন্টার ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং, হোল্ডিং নং ২০/৩, সাভার ঢাকা।
৭) ডলফিন ট্রেনিং সেন্টার, বাংলাবাজার, নরসিংহপুর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।
৮) রিসডা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, ২৬/২, ব্লক-সি, কালিয়াকৈর, বিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা।
৯) আল-ইসলাম টেকনিক্যাল এন্ড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট (এটিইআই), আনারকলি, সাভার, ঢাকা।
১০) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ৬, ব্লক-এফ, বিজলী মহল্লা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১১) ঢাকা টেকনিক্যাল কলেজ, ১২৪৫, ঘাটারচর, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১২।
১২) কোডার্স ট্রাস্ট বাংলাদেশ লিঃ, হোল্ডিং নং-৮২, সড়ক নং-১৯/এ, বনানী, ঢাকা।
১৩) ক্যাডকোর ট্রেনিং এন্ড আইটি সার্ভিসেস, ৬৯/জি, গ্রীন রোড, কলাবাগান, ঢাকা।
১৪) মাই আউটসোর্সিং লিমিটেড, বাড়ি ৩৭, ফ্ল্যাট-এ-৪, রোড-২৭, ব্লক-এ, বনানী, ঢাকা।
১৫) বার্জার পেইন্টস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, হোল্ডিং-২৭৩-২৭৬, তেজগাঁও, শিল্প এলাকা, ঢাকা।
১৬) বসুন্ধরা ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং সেন্টার, শেখের জায়গা, খিলগাঁও, ঢাকা।
১৭) এ্যাপারেল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (AIFT), বাসা-০৬, রোড-৩৩, সেক্টর-০৭, উত্তরা, ঢাকা।
১৮) সাইক প্রফেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, পিটিআই মোড়, ফুলবাড়িয়া জামালপুর সদর, জামালপুর।
১৯) মুক্তিযোদ্ধা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কলেজ, সীমারপাড়া, বকশিগঞ্জ, জামালপুর।
২০) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ২, ১৬, শহিদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, শান্তিনগর, রমনা, ঢাকা।

২১) টাইমস এএসএল কল সেন্টার লিমিটেড, সিটি হার্ট, ৫ম তলা, ৬৭, পল্টন, ঢাকা।

২২) টিএমএসএস ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (টিএফএমটিআই), ১৭৭, শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, মাহাতাব সেন্টার, পল্টন, ঢাকা-১০০০।

২৩) এশিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, ১৪৯/৯/সি, শাহ আলিবাগ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

২৪) টিএমএসএস আইসিটি লিমিটেড, ৬৩১/৫ পশ্চিম কাজীপাড়া, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬।

২৫) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (এন.আই.ই.টি), রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

২৬) ওয়েস্টার্ন আইডিয়াল ইনস্টিটিউট (ডব্লিউ.আই.আই), রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

২৭) বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিরপুর-২, মিরপুর, ঢাকা।

২৮) ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি, ১৯/১, পান্থপথ, ঢাকা।

২৯) ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ৬৪/৬, লেকসার্কাস, পান্থপথ, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫।

৩০) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি (এন.আই.এফ.টি), সি/এ ৭৪ ওয়্যারলেস গেট, মহাখালী, বনানী।

৩১) প্রেরণা ফাউন্ডেশন, ৯ম তলা, এসকেএস টাওয়ার ৭ ভিআইপি রোড, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।

৩২) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (এন.আই.টি), ৬৯/ই গ্রীনরোড, পান্থপথ, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩৩) বোরাক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঘোষবাগ, আশুলিয়া, ঢাকা।

৩৪) ইউনিক ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার লিঃ, হোল্ডিং নং-০৭/১২৬৯/১, রোড নং-০৮, ঘোষবাগ, আশুলিয়া, ঢাকা।

৩৫) আলহাজ্ব মকবুল হোসেন ডিগ্রি কলেজ, কাদেরাবাদ হাউজিং লিঃ, কাটাসুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৩৬) স্টার বাংলা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, কেওয়া, শ্রীপুর, গাজীপুর।

৩৭) মনটেজ ট্রেনিং এন্ড সার্টিফিকেশন (বাংলাদেশ), ১৪২-১৪৩, মিরাশপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর।

৩৮) মটস, ১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬।

৩৯) কে আই কে ইউসেপ হেসামউদ্দিন স্কুল, প্লট নং-৭, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৪০) আলহাজ্ব আব্দুল হাশেম খান ইউসেপ স্কুল, ১৩৮-১৩৯, মেকাব খান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

৪১) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়-১, ২৪৯/৪, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

৪২) গ্রীনল্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার লিঃ, আমুলিয়া মডেল টাউন, আমুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

৪৩) ইউসেপ সিটিপল্লি সিটি কর্পোরেশন স্কুল, ১৪ আউটফল, ধলপুর সিটিপল্লি, ধলপুর, ঢাকা।

৪৪) ইউসেপ হাফিজ মজুমদার সিলেট টেকনিক্যাল স্কুল, বটেশ্বর, শাহপরান, সিলেট।

৪৫) সিলেট মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আলমপুর, মোগলা বাজার, সিলেট।

৪৬) সিলেট কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আলমপুর মোগলা বাজার, সিলেট।

৪৭) ইটেক গ্লোবাল লিমিটেড, ২২৫, সেনপাড়া পর্বতা, কাফরুল, ঢাকা।

৪৮) বাংলাদেশ আইটি ইনস্টিটিউট, ২২৫, সেনপাড়া পর্বতা, কাফরুল, ঢাকা।

৪৯) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়-০৩, ১৮/২/এ আরমানিটোলা, ঢাকা।

৫০) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়-৫, ৯-১১, আজিমপুর, লালবাগ, ঢাকা।

৫১) ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিএ), কলেজপাড়া (গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।

৫২) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ছিট চিলারং, ১২ নং ওয়ার্ড, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।

৫৩) কুড়িগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষ্ণপুর, কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

৫৪) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যান্ড, সংলগ্ন, কুড়িগ্রাম পৌরসভা, কুড়িগ্রাম।

৫৫) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৩, দেবপাহাড়, চকবাজার, চট্টগ্রাম।

৫৬) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শহর সমাজসেবা কার্যালয়-২, ৪৮০, স্ট্যান্ড রোড, সদরঘাট, ডবলমুরিং, চট্টগ্রাম।

৫৭) সিয়াম ট্রেনিং সেন্টার, মহাল খান বাজার, কর্ণফুলি, চট্টগ্রাম।

৫৮) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শহর সমাজসেবা কার্যালয়-১, ১২৪ মোমিন রোড, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম

৫৯) মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সাত্তার ইনস্টিটিউট, মৌলভীপাড়া, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

৬০) ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, সিরাজগঞ্জ, মুলিবাড়ী, সিরাজগঞ্জ।

৬১) সিরাজগঞ্জ আইডিয়াল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, ১৫২, মুজিব সড়ক, সিরাজগঞ্জ।

৬২) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ভিক্টোরিয়া স্কুল রোড, সিরাজগঞ্জ।

৬৩) চৌগাছা মডেল কম্পিউটার ইনস্টিটিউট এন্ড টেকনোলজি, ইছাপুর বটতলা, কোটচাঁদপুর রোড, চৌগাছা, যশোর।

৬৪) সাদমান স্কীল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, ৭/৩২ কে স্কাই প্লাজা, কোতয়ালী, যশোর।

৬৫) আভা টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এটিটিআই), সাঈদ, মার্কেট (৪র্থ তলা) পুলেরহাট, চাঁচাড়া, সদর, যশোর।

৬৬) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, এইচ, এম, এম রোড, লোন অফিসপাড়া, কোতয়ালী, যশোর।

৬৭) মাগুরা কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি, আর এস ভবন, স্টেডিয়াম মোড়, মাগুরা সদর, মাগুরা।

৬৮) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, স্টেডিয়াম গেট, আর এস ভবন, মাগুরা সদর, মাগুরা।

৬৯) লক্ষ্মীপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাছিমনগর, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর।

৭০) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, বাঞ্চানগর, সদর লক্ষ্মীপুর।

৭১) ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৭২) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, সমাজসেবা কমপ্লেক্স, পূর্ব মেড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৭৩) বি জি আই এফ টি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (বি. আই. এস. টি), ২৪৪, ১৯ শে টাওয়ার, ময়মনসিংহ রোড, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।

৭৪) মডেল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি লিঃ ৪৮৯/পশ্চিম ভূরুলিয়া, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।

৭৫) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, বাড়িঃ ১৭৪/২, মধ্য ছায়াবীথি, গাজীপুর সিটি, গাজীপুর।

৭৬) জসিম উদ্দিন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কলেজ রোড, জামালপুর সদর, জামালপুর।

৭৭) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, দেওয়ানপাড়া, জামালপুর সদর, জামালপুর।

৭৮) রাজশাহী কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সপুরা, শাহমখদুম, রাজশাহী।

৭৯) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ১২১/১ সপুরা, গোরস্থানপাড়া, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

৮০) দিনাজপুর ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি, পাহাড়পুর, কোতয়ালি, দিনাজপুর

৮১) শহর সমাজসেবা কার্যালয়, পাটুয়াপাড়া, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।

৮২) দীপশিখা নন-ফরমাল এডুকেশন ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ সোসাইটি ফর ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট দীপশিখা, বিরল, দিনাজপুর।

৮৩) চট্টগ্রাম ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, সিরাজ কমপ্লেক্স, মুরাদপুর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

৮৪) টিএমএসএস টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, হাউজ-৫৪৯, ডিটি রোড, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

৮৫) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, বড়দিঘীর পাড়, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

৮৬) মানিকগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), ৫৫, পশ্চিম বান্দুটিয়া, বেউথা, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।

৮৭) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ২৩ শহিদ স্মরণী ওয়্যারলেস গেট, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।

৮৮) আকতার ফার্নিচার একাডেমি, ফোর্ড নগর, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ।

৮৯) এসডিএস টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কাশাভোগ, শরীয়তপুর সদর, শরিয়তপুর।

৯০) নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা), নড়িয়া, শরীয়তপুর।

৯১) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, ধনুকা, শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর।

৯২) ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, আদমপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।

৯৩) এসএন টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, শ্যামপুর, সদরপুর, ফরিদপুর।

৯৪) রিসডা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, সালথা বাজার, সালথা, ফরিদপুর।

৯৫) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টেপাখোলা, লেকপাড়, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।

৯৬) রাজবাড়ি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আলাদিপুর, রাজবাড়ি সদর, রাজবাড়ি।

৯৭) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, সজ্জনকান্দা, ব্লক-এ, হোল্ডিং নং-৪০৭/১, রাজবাড়ি সদর, রাজবাড়ি।

৯৮) আইডিয়াল টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (আই. টি. টি. সি), ২/৪ আল্লামা ইকবাল রোড, চাষাড়া, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

৯৯) টাঙ্গাইল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নগর জালফৈ, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল।

১০০) বিজিএস-ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার (বিজিএস-ভিটিসি), দেওলা, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল।

১০১) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, সি এন্ড বি রোড, আকুরটাকুর, বটতলা, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল।

৪.২ আরপিএল

দক্ষতার সনদায়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে। পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি বা আরপিএল জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামোর আওতায় একটি যুগোপযোগী, নমনীয় ও সমন্বিত যোগ্যতা প্রদান ব্যবস্থা। আরপিএল-এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো জীবনব্যাপী দক্ষতা উন্নয়নে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ নির্ভর দক্ষতাভিত্তিক একটি আর্থসামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একজন শিক্ষার্থী/কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি তার জীবনের যে কোনো স্তরে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পায়। সনদায়নের গ্রহণযোগ্যতা তখনই অর্জিত হয় যখন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা ব্যবহার করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অধিকতর উপার্জনের ক্ষেত্র তৈরি হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সনদায়নের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা সমীচীন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দক্ষতা সনদের পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রদান করা জরুরি।

দেশে ও বৈদেশিক শ্রমবাজারে কর্মরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনবলের যথাযথ দক্ষতার আনুষ্ঠানিক কোনো স্বীকৃতি নেই। ফলশ্রুতিতে, দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তারা দক্ষতার নিম্নস্তরে ও নিম্ন মজুরিতে কর্মে নিয়োজিত আছেন এবং কাঙ্ক্ষিত সামাজিক মর্যাদা পাচ্ছেন না। আরপিএল পদ্ধতিতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি, কর্মরত অবস্থায় পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে আরপিএল পদ্ধতিতে সনদায়নের মাধ্যমে যথাযথ দক্ষতা স্তরে নিয়োগ ও ন্যায্যমজুরি নিশ্চিত করাসহ কাঙ্ক্ষিত সামাজিক মর্যাদা প্রদান করা সম্ভব।

এছাড়া, আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষতাপ্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে তাদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা সনদপ্রাপ্তির সুযোগ পাচ্ছেন না। আরপিএল পদ্ধতিতে সনদায়িত ব্যক্তির কর্মদক্ষতার আত্মবিশ্বাস, নতুন চাকুরির অনুসন্ধান, সামাজিক মর্যাদাসহ স্বনির্ভর কাজের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠান আরপিএল সেন্টারের কার্যক্রম চালাতে পারবে।

৪.৩ রি-স্কিলিং

কর্মসংস্থানমূলক দক্ষতা উন্নয়নে রি-স্কিলিং বা পুনঃদক্ষতা অর্জনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ এখন সময়ের দাবী। এমন অনেক দক্ষতা আছে, যা অতীতে কর্মসংস্থানের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হলেও প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে বর্তমান কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ঠ নয়, বরং নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। এতে একজন কর্মচারি সহজেই নতুন বা পরিবর্তিত বিষয় সর্ম্পকে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। এ জন্য ভবিষ্যতে দেশের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই প্রয়োজন অনুযায়ী পুনঃদক্ষতা প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা হবে।

৪.৪ আপ-স্কিলিং

কোভিড-১৯ সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। এই ভাইরাসজনিত রোগের জন্য পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যা অভূতপূর্বভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি চাকরি হারিয়েছেন, হাজার হাজার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। লকডাউনের কারণে সামগ্রিক উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাংলাদেশেও এই অভিজ্ঞতার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু প্রযুক্তিভিত্তিক পেশার জগতে বেশকিছু নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যেমন, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার, ই-কমার্স, ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল আর্থিক পরিসেবা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে অনলাইন ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতির অধিকতর ব্যবহার। ফলত, কর্মরত ব্যক্তিরা, যারা তাদের বর্তমান দক্ষতা নিয়ে কিছুটা প্রয়োজনহীন হয়ে উঠেছেন এবং যারা সামগ্রিক মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে বর্তমানে শ্রমবাজারে প্রবেশ করছেন, দুপক্ষের জন্যই নতুন ধরনের দক্ষতা ও শিখন পদ্ধতি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সুতরাং বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তিদের রি-স্কিলিং এবং আপ-স্কিলিং তাদের জীবনব্যাপী শিখনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কার্যকর জীবনব্যাপী শিখন প্রতিবেশের জন্য সরকার, চাকুরিদাতা, শ্রমজীবী এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সক্রিয় যোগাযোগ স্থাপন এবং সুসমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা দরকার।

৪.৫ কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন

এনএসডিএ-এর অধীনে নিবন্ধিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সক্ষমতার নিরিখে কোর্স পরিচালনার আবেদন করলে এনএসডিএ ও আইএসসি-এর কর্মকর্তাগণ প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক কোর্স প্রদানের সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করলে কোর্স এক্রিডিটেশন প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে ২০২০-২১ সময়ে এনএসডিএ-এর অধীনে ৮টি প্রতিষ্ঠানকে কোর্স এক্রিডিটেশন প্রদান করা হয়েছে।

দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন করছেন এনএসডিএ ও আইএসসি-এর কর্মকর্তাগণ

৫.০ সনদায়ন শাখা

৫.১ অ্যাসেসর সনদায়ন

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, সক্ষমতাভিত্তিক নিরপেক্ষ দক্ষতামান যাচাই নিশ্চিতকরণ ও অভিন্ন মানের সনদায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে অ্যাসেসর পুল গঠিত হয়েছে যা শক্তিশালীকরণের প্রক্রিয়া চলমান।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন ধাপে ৩০ জন অ্যাসেসর এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত হয়েছেন। গত ৩০/০৯/২০২০ তারিখে শুধু কম্পিউটার অকুপেশনে ২৭ জন প্রার্থীকে নিয়ে অনলাইনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ২৫ জন প্রার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ১ জন লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় কম্পিটেন্ট হন।

২য় ধাপে ২৮/১০/২০২০ তারিখে শুধু কম্পিউটার অকুপেশনে পূর্বের ২৬ জন প্রার্থীকে নিয়ে অনলাইনে পুনরায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ২৪ জন প্রার্থী পরীক্ষায় উপস্থিত হন। তাদের মধ্যে ৭ জন লিখিত পরীক্ষায় কম্পিটেন্ট হন। ৪ জন মৌখিক পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে কম্পিটেন্ট হয়েছেন।

৩য় ধাপে ১১/১২/২০২০ তারিখে সশরীরে শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাংলাদেশ কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় ৫১০ জন প্রার্থীর পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। সেখানে ৩৯৪ জন প্রার্থী উপস্থিত হয়ে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ২৪ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় কম্পিটেন্ট হন। ২৩/১২/২০২০ তারিখে অনলাইনে ২৪ জন ও ২৮/১০/২০২০ তারিখের মৌখিক পরীক্ষায় নট ইয়েট কম্পিটেন্ট ৩ জন প্রার্থী সহ মোট ২৭ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৯ জন এবং ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে কম্পিটেন্ট হন।

১৪/০১/২০২১ তারিখে প্রয়োজনের নিরীখে প্লাম্বিং ও মেসনরি অকুপেশনে সশরীরে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এনএসডিএ-এর অফিসে ৪২ জন প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষায় ৩৪ জন প্রার্থী উপস্থিত হন। তন্মধ্যে ৬ জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষায় কম্পিটেন্ট হন। মৌখিক পরীক্ষায় ৩ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে কম্পিটেন্ট হন। ৩০ জন কম্পিটেন্ট অ্যাসেসর প্রার্থীকে অ্যাসেসর হিসেবে সনদ প্রদানের নিমিত্ত চূড়ান্ত করা হয়।

৫.২ ট্রেইনার অ্যাসেসর সনদায়ন

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুলভুক্ত ৩০ জন অ্যাসেসরের মধ্যে সিবিটিএন্ডএ সম্পন্ন ১৪ জন প্রার্থীর ১৩/০২/২০২১ তারিখে অনলাইনে ট্রেইনার অ্যাসেসর হওয়ার জন্য মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এ পরীক্ষায় ৭ জন প্রার্থীকে ট্রেইনার অ্যাসেসর হিসেবে কম্পিটেন্ট ঘোষণা করা হয় এবং সনদ প্রদানের নিমিত্ত চূড়ান্ত করা হয়।

৫.৩ এনএসডি-এর দক্ষতা প্রশিক্ষণ চক্র

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ যুগোপযোগী, দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের সার্বিক কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয়, যা নিম্নরূপঃ

১) প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন
২) দক্ষতামান ও কারিকুলাম প্রণয়ন
৩) কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন
৪) সিবিএলএম প্রণয়ন
৫) প্রশিক্ষণ প্রদান
৬) অ্যাসেসমেন্ট
৭) সনদায়ন

৫.৩.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন

এনএসডিএ-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৭টি ধাপে সম্পন্ন হয়। দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (এসটিপি) নিবন্ধন এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ। এসটিপির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানগুলো সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রশিক্ষণের যাবতীয় তথ্য এসটিপি রেজিস্ট্রেশন গাইডলাইন অনুযায়ী সঠিক থাকার ভিত্তিতে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় যা কর্তৃপক্ষের সভায় অনুমোদিত হয়। আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানে সনদায়িত প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত অবকাঠামো রেজিস্ট্রেশনের অন্যতম পূর্বশর্ত।

৫.৩.২ দক্ষতামান ও কারিকুলাম

প্রশিক্ষণ চক্রের দ্বিতীয় ধাপে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অকুপেশনভিত্তিক কারিকুলাম, কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট, স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা হয়। প্রণয়নের সময় এনএসডিএ-এর সাথে আইএসসি, ইন্ডাস্ট্রি, একাডেমিয়া ও এক্সপার্টগণ অংশগ্রহণ করে।

৫.৩.৩ কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন

এনএসডিএ কর্তৃক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের কোর্স স্বীকৃতির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় প্রতিষ্ঠানগুলো সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটিকে কোর্স পরিচালনার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

৫.৩.৪ সিবিএলএম প্রণয়ন

প্রণীত কারিকুলামের ওপর ভিত্তি করে কম্পিটেন্সি বেজড লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (সিবিএলএম) প্রণয়ন করা হয়। এনএসডিএ কর্তৃক ইতোমধ্যে ১১টি অকুপেশনের কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। ১১টি কারিকুলামের ওপর ৮৯টি সিবিএলএম প্রণয়নের জন্য ফার্ম নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান আছে।

৫.৩.৫ প্রশিক্ষণ প্রদান

এনএসডিএ কর্তৃক কোর্স স্বীকৃতি প্রদানের পর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো এনএসডিএ-এর সিএডি, কারিকুলাম ও সিএস মোতাবেক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম বা কোর্স পরিচালনা শুরু করে।

৫.৩.৬ অ্যাসেসমেন্ট

"অ্যাসেসমেন্ট (Assessment)" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত অ্যাসেসর এর মাধ্যমে দক্ষতামান যাচাই প্রক্রিয়া। নির্দিষ্ট মেয়াদে কোর্স পরিচালনার পর অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন করা হয়। অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা করেন এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত ও সনদায়িত অ্যাসেসরগণ যেখানে অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়ন করেন এনএসডিএ-এর এক্সপার্টগণ। এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাগণ অ্যাসেসমেন্ট চলাকালীন পরিবীক্ষণের জন্য উপস্থিত থাকেন।

৫.৩.৭ সনদায়ন

অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ফলাফলের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদের 'কম্পিটেন্ট' এবং 'নট ইয়েট কম্পিটেন্ট' সনদ প্রদান করা হয়। নিবন্ধিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী সনদায়ন এনএসডিএ-এর অন্যতম কাজ। প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও সনদায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার প্রাথমিক দায়িত্ব প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের। এ প্রক্রিয়াটি মনিটরিং এবং এ-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান রাখা এনএসডিএ-এর দায়িত্ব।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রশিক্ষণার্থীদের অ্যাসেসমেন্ট

৬.০ দক্ষতামান শাখা

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট (CAD) প্রণয়ন ও সিবিএলএম প্রণয়ন করা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অন্যতম কাজ। দক্ষতা প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে পেশার আদর্শমান অনুযায়ী অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রশিক্ষকের মান উন্নয়ন, অ্যাসেসরের মান উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ল্যাব বা ওয়ার্কশপের আদর্শমান নির্ধারণ, ল্যাব ও ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নির্ধারণ এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মান উন্নয়নে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড ও কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট (CAD) প্রণয়ন করা হয়।

৬.১ কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (CS) ও কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট (CAD) প্রণয়ন ও ভেলিডেশন

শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী অকুপেশন নির্ধারণ করে প্রাথমিকভাবে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (CS) প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত সিএস চূড়ান্তভাবে প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অকুপেশনের বিশেষজ্ঞ, শিল্পের প্রতিনিধি, একাডেমিয়া হতে প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কর্মশালার মাধ্যমে তা প্রণয়ন করা হয়। চূড়ান্তভাবে প্রণয়নকৃত সিএস ও সিএডি ভেলিডেশনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইএসসি-এর চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ভেলিডেশন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ভেলিডেশন কর্মশালা সংশ্লিষ্ট অকুপেশনের বিশেষজ্ঞ, শিল্পের প্রতিনিধি, একাডেমিয়া এবং আইএসসি-এর প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে সিএস এবং সিএডি ভেলিডেশন করা হয়।

৬.২ ভেলিডেশনকৃত সিএস ও সিএডি অনুমোদন প্রক্রিয়া

ভেলিডেশন কর্মশালায় ভেলিডেশনকৃত সিএস ও সিএডি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সভায় অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। কর্তৃপক্ষের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুমোদিত সিএস/সিএডি ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যনির্বাহী কমিটির বোর্ড সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা অনুমোদিত হয়।

সাইবার সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালিডেশন কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠান

এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তাবৃন্দ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত ৪৫টি সিএস ও সিএডি এবং ১১টি কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়:

Competency Standard and CAD:

S.L	Occupation	Level	Sector	Remarks
1	Midlevel Management	4	RMG & Textile	Standard Approved
2	Web Design	3	ICT Sector	
3	Graphic Design	3		
4	Painting	2	Construction	
5	Painting	3		
6	Painting	4		
7	Domestic Work	1	Informal	
8	Domestic Work	2		
9	Competence Based Training & Assessment Methodology	4	Training & Assessment	
10	Competence Based Assessment Methodology	4		
11	Supply Chain Management Production Planning	4	RMG & Textile	
12	Quality Control Management	4		
13	Sewing Machin Operation (Knit)	2	RMG & Textile	
14	Electrical Installation & Maintenance	2	Construction	
15	Masonry	2		
16	Plumbing	2		

S.L	Occupation	Level	Sector	Remarks
17	Digital Marketing	3	ICT Sector	Standard Approved
18	Digital Marketing	4		
19	Digital Marketing	5		
20	Digital Marketing	6		
21	Graphic Design for Freelancer	3		
22	Graphic Design for Freelancer	4		
23	Graphic Design for Freelancer	5		
24	Web Design and Development for Freelancer	3		
25	Web Design and Development for Freelancer	4		
26	Web Design and Development for Freelancer	5		
27	Penetration Testing	4	(Cyber Security) ICT Sector	
28	Penetration Testing	5		
29	Network and System Security	4		
30	Network and System Security	5		
31	Software Security	4		
32	Software Security	5		
33	Hacking Forensic Investigation	5		
34	Refrigeration and Airconditioning	1	Light Engineering Sector	
35	Refrigeration and Airconditioning	2		
36	Refrigeration and Airconditioning	3		
37	Refrigeration and Airconditioning	4		
38	Welding	1		
39	Welding	2		
40	Welding	3		
41	Welding	4		
42	Driving	3		
43	Hair Dressing	1	Informal Sector	
44	Hair Dressing	2		
45	Hair Dressing	3		

৬.৩ কারিকুলাম প্রণয়ন

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৬-এ কারিকুলাম প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator), অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং এসবের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত

কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা এনএসডিএ-এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কারিকুলাম প্রণয়নের ফলে প্রতিটি ইউনিটের আউটকাম কী তা জানা যায়। তাছাড়া, কারিকুলাম থেকে CBLM প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্দেশনা পাওয়া যায়। তবে কারিকুলাম ছাড়াও শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা সম্ভব।

এ পর্যন্ত এনএসডিএ কর্তৃক ১১টি অকুপেশনের কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রণয়নকৃত কারিকুলাম:

S.L	Occupation	Level
1	Quality Control Management	4
2	Production Planning & Supply Chain Management	4
3	Sewing Machin Operation (Knit)	2
4	Electrical Installation and Maintenance	3
5	Competence Based Training & Assessment Methodology	4
6	Competence Based Assessment Methodology	4
7	Domestic Work	1
8	Domestic Work	2
9	Painting for Construction	2
10	Painting for Construction	3
11	Painting for Construction	4

উল্লেখ্য, গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত ১২টি স্টান্ডার্ড ও সিএডি প্রণয়ন করা হয়।

Competency Standard and CAD:

<table>
<tr><th>S.L</th><th>Occupation</th><th>Level</th><th>Sector</th><th>Remarks</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Apparel Merchandising</td><td>4</td><td rowspan="5">RMG & Textile</td><td rowspan="12">Standards Approved</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Safety Management for RMG Industries</td><td>3</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Production Planning & Control (PPC)</td><td>4</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Computer Aided Design for Garments</td><td>4</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Industrial Engineering and Lean Manufacturing</td><td>4</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Electrical Installation and Maintenance</td><td>3</td><td>Light Engineering</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Finance and Accounting Service Outsourcing</td><td>3</td><td rowspan="3">ICT Sector</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Medical Scribing</td><td>4</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Professional Back Office Service (PBS)</td><td>3</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Leather Sewing Machine Operation</td><td>2</td><td rowspan="3">Leather & Leather Goods</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Cutting Machine Operations</td><td>2</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Total Quality Management</td><td>5</td></tr>
</table>

৬.৪ সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম (সিবিএলএম) প্রণয়ন

প্রশিক্ষণ তখনই কর্মসংস্থান উপযোগী ও বাজারের চাহিদা মিটানোর উপযোগী হয় যখন প্রশিক্ষণার্থী তার লব্ধ প্রশিক্ষণ কর্মপরিবেশে পুরোপুরি প্রয়োগ করে নির্ধারিত কাজটি নির্ধারিত সময়ে করতে পারে এবং নিয়োগকারীর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়নে কার্য বিশ্লেষণ, প্রযুক্তির স্তর বিশ্লেষণ, কর্ম পরিবেশ বিশ্লেষণ এবং কর্মীর সামর্থ্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয় এবং এ কাজ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে প্রণীত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমই একজন কর্মীর সত্যিকারের সক্ষমতা বা পারদর্শিতা প্রমাণের প্রমাণক হিসেবে বিবেচিত হয়।

বর্তমানে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে সনদপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট শিল্পের চাহিদা পূরণে সক্ষম হচ্ছে না। অন্যদিকে অনেক গ্রাজুয়েট চাকরি না পেয়ে বেকার জীবনযাপন করছে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিতে সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের প্রতিটি স্তরে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় পেশার কার্য পর্যালোচনা করে শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদার নিরিখে অকুপেশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট শিল্প দক্ষতা পরিষদের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিষয় বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে স্ট্যান্ডার্ডটি চূড়ান্ত করা হয়। অনুরূপভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কারিকুলাম ও অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়ন করা হয়। Competency Based Learning Materials (CBLM) প্রশিক্ষণার্থীর জন্য তৈরি করা হয়। এটি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণার্থীরা সহজেই জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এনএসডিএ কর্তৃক ইতোমধ্যে ১১টি কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। কারিকুলামের ওপর ভিত্তি করে সিবিএলএম প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৬.৫ অকুপেশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন

এ পর্যন্ত ১২টি অকুপেশনাল স্ট্যান্ডার্ড ভেলিডেট করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৭টি স্ট্যান্ডার্ড অনুমোদনের অপেক্ষমান রয়েছে এবং ৫টি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা হয়েছে যার ভেলিডেশন ওয়ার্কসপ সম্পন্ন করে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। এনএসডিএ কর্তৃক নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের চাহিদা বিবেচনা করে সর্বাধিক চাহিদা সম্পন্ন ৩০টি স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে। কোভিড-১৯ জনিত স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সরাসরি উপস্থিতিতে কর্মশালা আয়োজন করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় অনলাইন জুম-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রিসোর্স পার্সনের উপস্থিতিতে স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

৬.৬ দক্ষতার সামাজিক স্বীকৃতি

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে দক্ষতা প্রশিক্ষণের বিষয়ে নেতিবাচক ধারণা বিরাজমান। কারিগরি দক্ষতার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সাধারণ শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে যেমন স্বীকৃতি পাওয়া যায়; তেমনিভাবে কারিগরি শিক্ষা তথা দক্ষতার সামাজিক স্বীকৃতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সামাজিক প্রচারণার সকল মাধ্যম ব্যবহার করে সরকারি-বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক, ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা, প্রণোদনা প্রদান ও শ্রমের উৎকর্ষের স্বীকৃতি প্রদানের সকল উপায় ও সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক দক্ষতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতার সামাজিক স্বীকৃতি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

দক্ষতা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সামাজিক নেতিবাচকতা দূর করে দক্ষতা প্রশিক্ষণকে সাধারণ মানুষের ভিতর জনপ্রিয় করে তোলার বিষয়ে এনএসডিএ কাজ করছে। ইতোমধ্যে এ-সংক্রান্ত একটি টেলিভিশন কমার্শিয়াল (টিভিসি) নির্মাণ করা হয়েছে যা বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অনলাইন প্লাটফর্মে প্রচারিত হচ্ছে। এ জাতীয় কয়েকটি টিভিসি নির্মাণসহ সাধারণ মানুষকে দক্ষতা প্রশিক্ষণের বিষয়ে অবহিতকরণের বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

দক্ষতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নির্মিত টিভিসি

৭.০ সমন্বয় ও এ্যাসেসমেন্ট উইং-এর সম্পাদিত কার্যাবলি

৭.১ প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট

এনএসডিএ-এর সিএডি ও কারিকুলাম অনুসরণ করে ইতোমধ্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে ইউসেপ বাংলাদেশসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে ১২৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত অ্যাসেসরদের দ্বারা অ্যাসেস করা হয়েছে। অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রমে এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে পুরো অ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া তদারকি করেন।

৭.২ অ্যাসেসমেন্ট টুলস তৈরি

আধুনিক ও সময়োপযোগী অ্যাসেসমেন্ট টুলস তৈরি করা এনএসডিএ-এর অন্যতম দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে।

৭.৩ অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার স্বীকৃতি

নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে এনএসডিএ-এর স্ট্যান্ডার্ড ও কারিকুলাম অনুসারে পরিচালিত দক্ষতা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের অ্যাসেসমেন্টের নিমিত্ত এনএসডিএ স্বীকৃত অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার প্রয়োজন। নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহে এ পর্যন্ত ১২টি অকুপেশনে এনএসডিএ-এর সিএডি অনুযায়ী বিভিন্ন লেভেলে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান ও অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনায় সক্ষমতা আছে এ-রকম ২৩টি প্রতিষ্ঠান কোর্স পরিচালনা ও অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ২০২০-২১ সময়ে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানকে অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়:

১) বাংলাদেশ কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম।

২) কুমিল্লা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কোটবাড়ী কুমিল্লা।

৩) ইউসেপ মিরপুর টেকনিক্যাল স্কুল, মিরপুর, ঢাকা।

৪) ঢাকা টেকনিক্যাল কলেজ, আঁটিবাজার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

৫) ইউসেপ গাজীপুর টেকনিক্যাল স্কুল, উত্তর সালনা, গাজীপুর।

৬) ডলফিন ট্রেনিং সেন্টার, বাংলাবাজার, নরসিংহপুর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

৭) সিমেক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, উত্তরা, ঢাকা।

৮) বাংলাদেশ কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, দারুস সালাম, মিরপুর-২ ঢাকা।

৯) মটস্‌, ১/সি, ১/এ, পল্লবী, মিরপুর-১২, বাড়ী নং: ১/মি, ১/এ, মিরপুর-১২১৬, পল্লবী, ঢাকা।

১০) শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দারুস-সালাম, মিরপুর, ঢাকা।

১১) বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিরপুর-২, ঢাকা।

১২) কে আই কে ইউসেপ হাসেম উদ্দিন স্কুল, প্লট নং-৭, রোড-৫, মোহাম্মদপুর-১২০৭, ঢাকা।

১৩) আলহাজ্জ আব্দুল হাসেম খান ইউসেপ, মেকাব খান রোড, বাড়ি-১৩৮-১৩৯, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

১৪) মনটেজ ট্রেনিং এন্ড সার্টিফিকেশন (বাংলাদেশ), নদী বন্দর রোড, ১৪২, ১৪৩, মিরাশপাড়া, বিসিক, টঙ্গী, গাজীপুর।

১৫) সাইক ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড টেকনোলজি, ঢাকা, ৯৬৫, পূর্ব শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা।

১৬) এস ও এস ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, মিরপুর রোড, সেকশন-১৩, ঢাকা।

১৭) আইডিয়াল ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজী, ১০৫ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর, ঢাকা।

১৮) সাইক প্রফেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা, ব্লক # বি, সেকশন # ৬, মিরপুর, ঢাকা।

১৯) স্টার বাংলা টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, কেওয়া বাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর।

২০) ইউসেপ রাজশাহী টেকনিক্যাল স্কুল, সন্তোষপুর, পবা, রাজশাহী।

২১) ইউসেপ মহসিন খুলনা টেকনিক্যাল স্কুল, বৈকালী, বয়রা, খালিশপুর, খুলনা।

২২) সুন্দরবন ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, রায়েরমহল রোড নং- কেডিএ জলিল সরণি (রায়ের মহল অংশ) বাড়ি-১৬১, পোঃ খুলনা, জিপিও-৯০০০, সোনাডাঙ্গা, খুলনা।

২৩) খুলনা মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, তেলিগাতি, কুয়েট, দিঘলিয়া, আড়ংঘাটা, খুলনা।

৭.৪ দক্ষতা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমন্বয়

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮(৬) (১) (ঙ) অনুযায়ী এনএসডিএ-এর অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে দক্ষতা উন্নয়ন-সংক্রান্ত সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ করা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের পরিপত্রে "প্রকল্প গ্রহণে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নীতি এবং এ সংক্রান্ত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুসরণ, বৈশ্বিক মান নিশ্চিতকরণ, দ্বৈততা পরিহার, প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার বিবেচনা ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও বৃহৎ প্রকল্পের দক্ষতা সংক্রান্ত কম্পোনেন্ট গ্রহণ, প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন"-এ অনুসরণীয় ১২ (বার) দফা নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্প এবং দক্ষতা উন্নয়ন কম্পোনেন্ট রয়েছে এমন প্রকল্পের তালিকা সংযুক্ত ছকে প্রেরণ করার অনুরোধ জানিয়ে ৩৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে নির্দেশক্রমে গত ১০/১০/২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পের তথ্য পাওয়া গেছে।

দক্ষতা-সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় এনএসডিএ'কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা বিভাগের (অক্টোবর ২০১৬-এ জারিকৃত) "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি" পরিপত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের কার্যক্রম পরিকল্পনা বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগ থেকে দক্ষতা সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্পের Project Steering Committee (PSC) এবং Project Implementation Committee (PIC)-তে এনএসডিএ-এর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গত ১৭ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখে 'দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় সাধন' শীর্ষক পরিপত্রটি সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি পরীবিক্ষণ ও সমন্বয় সাধন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার বাস্তবায়নাধীন দক্ষতা-সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) ও প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভায় এনএসডিএ-এর প্রতিনিধি মনোনয়ন চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এনএসডিএ-এর প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করছেন।

পরিপত্রের সংযুক্ত ছক অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি এবং বিভিন্ন প্রকল্পের দক্ষতা-সংক্রান্ত কম্পোন্যান্টের তথ্য প্রেরণের বিষয়ে গত ১০ আগস্ট ২০২০ তারিখে বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে দক্ষতা উন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধন কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ পর্যন্ত ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অধীনে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কর্মসূচি থেকে তথ্য পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত তথ্য এক্সেল শিটে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। জাতীয় স্কিলস পোর্টাল স্থাপিত হলে তথ্যাদি পোর্টালে হালনাগাদ করা হবে।

পরিকল্পনা বিভাগের ১৭/০৬/২০২১ খ্রি. তারিখের ২০.০০.০০০০.৪০৪.১৪.০৪৯.১৯-৯৮ নং স্মারকমূলে সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত বিদ্যমান পরিপত্রের সংযোজনী 'দ' ও 'ধ'-এ Project Steering Committee (PSC) এবং Project Implementation Committee (PIC)-তে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা রয়েছে। Project Steering Committee (PSC)-এর সভায় অংশগ্রহণের জন্য ৫টি মন্ত্রণালয়ের অধীন ৫টি অধিদপ্তর/কর্পোরেশন হতে প্রাপ্ত অনুরোধপত্রের প্রেক্ষিতে এনএসডিএ এর ৫ জন কর্মকর্তাকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয় এবং Project Implementation Committee (PIC)-এর সভায় অংশগ্রহণের জন্য ৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন ৯টি অধিদপ্তর/বোর্ড হতে প্রাপ্ত ২১টি অনুরোধপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এনএসডিএ এর ২১ জন কর্মকর্তাকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়।

৭.৫ অ্যাসেসর পুল তৈরি

দক্ষতা প্রশিক্ষণার্থীদের অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য এনএসডিএ-এর আওতায় একটি অ্যাসেসর পুল তৈরির কার্যক্রম চলমান আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন ধাপে ৩০ জন অ্যাসেসর এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত হয়েছেন। এ পর্যন্ত পুলভুক্ত অ্যাসেসরের সংখ্যা ২৬০ জন।

৭.৬ ট্রেইনার অ্যাসেসর পুল তৈরি

সিবিটিএন্ডএ সম্পন্ন যে কোনো ব্যক্তি ও এনএসডিএ-এর পুলভুক্ত অ্যাসেসরদের মধ্যে সিবিটিএন্ডএ সম্পন্ন যে কেউ ট্রেইনার হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী হলে তাদের ট্রেইনার অ্যাসেসর হিসেবে পুলভুক্ত করা হয়। এ লক্ষ্যে এনএসডিএ-এর নির্ধারিত পরীক্ষার মাধ্যমে কম্পিটেন্ট হলে ট্রেইনার অ্যাসেসরের পুলভুক্ত হওয়া যায়। এ পর্যন্ত ৬৯ জনকে ট্রেইনার অ্যাসেসরের পুলভুক্ত করা হয়েছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব ও কর্মকর্তাদের সাথে এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

৮.০ এনএসডিএ-এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৮.১ বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো (বিএনকিউএফ)

এনএসডিএ-এর সাম্প্রতিক মাইলফলক অর্জন হলো জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামোর (এনএসকিউএফ) প্রবর্তন। ছয় স্তর বিশিষ্ট এনএসকিউএফ বাংলাদেশ জাতীয় যোগ্যতা কাঠামোর (বিএনকিউএফ) সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। বিএনকিউএফ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গত ৩১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়। এনএসকিউএফ প্রবর্তনের ফলে দক্ষতা প্রশিক্ষণকে উচ্চতর শিক্ষার সাথে সংযোগ ঘটানো সম্ভব হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ঘটবে। এর মাধ্যমে আমাদের কর্মীরা দক্ষতা প্রশিক্ষণ, সাধারণ শিক্ষা এবং দেশে ও বিশ্বের শ্রমবাজারে স্বীকৃতি পাবেন। সামগ্রিকভাবে এটি বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা তৈরি করবে।

৮.২ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিতব্য এনএসডিএ-এর গভর্নিং বোর্ডের সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। মানসম্মত ও চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমুহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। দক্ষতা উন্নয়নের মান এবং প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি, শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণের জন্য আরও শক্তিশালী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নে উন্নত প্রবেশাধিকার এবং শিল্প প্রতিনিধিদের দক্ষতা উন্নয়নে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১-এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

৮.৩ দক্ষতা উন্নয়ন অ্যাকশন প্ল্যান, ২০২০-২০২৫

খসড়া দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১-এর ওপর ভিত্তি করে দক্ষতা উন্নয়ন অ্যাকশন প্ল্যান, ২০২০-২৫-এর প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। দক্ষতা উন্নয়ন অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের জন্য আইএলও-এর সহায়তায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারস (পিডব্লিউসি)কে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে পর্যালোচনা ও কর্মশালার মাধ্যমে ইতোমধ্যে অ্যাকশন প্লান চূড়ান্ত করা হয়। অ্যাকশন প্লান বা কর্মপরিকল্পনাটি কার্যনির্বাহী কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে।

অ্যাকশন প্ল্যান ভেলিডেশন কর্মশালা

৮.৪ বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা, ২০২২, সাংহাই

বাংলাদেশসহ ৮৪টি দেশ ওয়ার্ল্ড স্কিলস ইন্টারন্যাশনালের সদস্য। ওয়ার্ল্ড স্কিলস ইন্টারন্যাশনাল প্রতি ২ বছর অন্তর বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা আয়োজন করে থাকে। বাংলাদেশ ২০১৯ সালে রাশিয়ার কাজানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতায় প্রথম অংশগ্রহণ করে। ২০১৯ সালে বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ পেটিসরি এন্ড কনফেকশনারি ও ফ্যাশন টেকনোলজি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ২০২১ সালের ৪৬তম বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা আগামী ২০২২ সালে অক্টোবর মাসে চীনের সাংহাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুতি শুরু করেছে। বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য এ প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী সারা দেশ থেকে প্রতিযোগী বাছাই করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী নির্বাচন করা হবে। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। এ প্রতিযোগিতায় প্রতি অকুপেশনে চূড়ান্তভাবে একজন প্রতিযোগী নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত প্রতিযোগীগণ চীনের সাংহাইয়ে বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন।

৮.৫ বঙ্গবন্ধু জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা, ২০২১

বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হলো জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা। সে লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা, ২০২১' আয়োজন করতে যাচ্ছে। চীনের সাংহাইয়ের ২০২২ সালের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন করে জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী নির্বাচন করা হয়। বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের জন্য এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা নিম্নবর্ণিত ১৩টি অকুপেশনে অনুষ্ঠিত হবে:

১) পেইন্টিং এন্ড ডেকোরেটিং
২) প্লাস্টার এন্ড ড্রাইওয়াল সিস্টেম
৩) ফ্যাশন টেকনোলজি
৪) প্রিন্ট মিডিয়া টেকনোলজি
৫) আইটি নেটওয়ার্ক সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেশন
৬) ওয়েব টেকনোলজিস
৭) ক্লাউড কম্পিউটিং
৮) সাইবার সিকিউরিটি
৯) ওয়েল্ডিং
১০) কুকিং
১১) রেস্টুরেন্ট সার্ভিস
১২) পেটিসরি এন্ড কনফেকশনারি
১৩) বেকারি

জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা প্রতিযোগিতা শুধু প্রতিযোগিতা নয়, এটি একটি জাতীয় আন্দোলন। এর মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান, আইএসসি ও দক্ষ জনশক্তির মধ্যে সেতুবন্ধন রচিত হবে। এভাবে দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, দেশে-বিদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাদের কর্মসংস্থান ও জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দক্ষতা বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

৮.৬ বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস, ২০২১ উদযাপন

প্রতিবারের মতো এ বছরও এনএসডিএ-এর আয়োজনে ১৫ জুলাই বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বে এ দিনটি দ্বিতীয়বারের মতো করোনা মহামারীর মধ্যে উদযাপিত হয়েছে। ২০১৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এ দিনটিকে বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এর উদ্দেশ্য হলো, বেকারত্ব এবং কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে যুবদের জন্য উন্নততর আর্থসামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রতিযোগিতামূলক ও চ্যালেঞ্জিং শ্রমবাজারে টিকে থাকার জন্য তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধির গুরুত্ব অনুধাবন ও স্বীকৃতির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন কর্তৃক দিবসটি উদযাপন করা হয়।

বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস, ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে, "Reimagining Youth Skills Post Pandemic"। ইতোমধ্যে করোনা মহামারী দক্ষতা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। সার্বজনীন টিকা প্রদানসহ সরকারের নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণের ফলে করোনার প্রভাব কমে এসেছে।

করোনাকালীন ও করোনা-উত্তর দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ তৈরি একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা যাচ্ছে। মহামারী পরবর্তী সময়ে পেশার পরিবর্তন ও বিপুল সংখ্যক কর্মহীন মানুষের জন্য দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি সামনের দিনগুলোতে নানাবিধ অনাকাঙ্ক্ষিত সংকটের সম্মুখীন হতে পারে। তাই মহামারী-উত্তর পরিবর্তিত সময়ে যুব দক্ষতার বিষয়টি পুনঃভাবনার দাবি রাখে। বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে এনএসডিএ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

স্ট্যান্ডার্ড ভ্যালিডেশন কর্মশালা

৮.৭ আইসিটি ফ্রিল্যান্সারদের দক্ষতা সনদায়ন

বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী দেশে এবং দেশের বাইরে ফ্রিল্যান্সিং কর্মে নিয়োজিত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। এসডিজির অভিষ্ট্য অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে ফ্রিল্যান্সারগণ সহায়ক ভূমিকা রাখবেন। এ লক্ষ্যে ফ্রিল্যান্সারদের পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আইসিটি ফ্রিল্যান্সারদের দক্ষতার অ্যাসেসমেন্ট ও সনদায়নের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ লক্ষ্যে আবেদন আহবান করা হয় যা চলমান আছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন অকুপেশন এবং লেভেলে মোট ৬৮২টি আবেদন পাওয়া যায়। উক্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করে ৪৬৫ জন শর্টলিস্টেড প্রার্থীদের তালিকা এনএসডিএ-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। উক্ত প্রার্থীদের অনলাইনে ওরিয়েন্টেশন এবং নিবন্ধন সম্পন্ন করায় তাদের অনলাইন অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩১ জন কম্পিটেন্ট হয়েছেন। বাকি আইসিটি ফ্রিল্যান্সারদের অ্যাসেসমেন্ট এবং সনদায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

আইসিটি ফ্রিল্যান্সারদের অ্যাসেসমেন্ট ও দক্ষতা সনদ প্রদানের লক্ষ্যে অকুপেশনের তালিকা:

S.L	Occupation	Level
1	Web Design and Development for freelancer	3, 4, 5
2	Graphic Design for freelancer	3, 4, 5
3	Digital Marketing	3, 4, 5, 6
4	Software security (Cyber security)	4, 5
5	Network and system security (Cyber security)	4, 5
6	Penetration Testing (Cyber security)	4, 5
7	Hacking Forensic Investigation (Cyber security)	5
8	Accounting for freelancing	4, 5
9	2D Animation for freelancing (2D Asset Creation)	2
10	2D Animation for freelancing (Classic 2D Animation)	3
11	2D Animation for freelancing (2D Animation)	4
12	3D Animation for Freelancing (3D Asset creation)	2
13	3D Animation for Freelancing (3D Product Visualization)	3
14	3D Animation for Freelancing (3D Character Modelling)	3
15	3D Animation for Freelancing (3D Character Animation)	4
16	Commercial Content writing (Social Media Content)	3
17	Commercial Content writing (SEO Content)	4
18	Commercial Content writing (Affiliate Content)	5
19	Creative and Business Content Writing (Administrative Content)	3
20	Creative and Business Content Writing (Creative Content)	4
21	Creative and Business Content Writing (Business Content)	5
22	Academic Content writing	4, 5
23	Journalistic Content Writing	4

৯.০ এনএসডিএ-এর অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম

১) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির আলোকে দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

২) চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং অন্যান্য সম্ভাব্য পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় গবেষণা, জরিপ ও সমীক্ষার মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের ভবিষ্যৎ দক্ষতার চাহিদা নিরূপণ, স্কিলস গ্যাপ নির্ধারণ এবং দক্ষতা চাহিদার পূর্বাভাস প্রদান;

৩) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দক্ষতার চাহিদা বিবেচনায় স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলপমেন্ট, কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট প্রণয়ন, কারিকুলাম তৈরি, দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ ও অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়ন;

৪) দেশের সকল দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধিত করে অবকাঠামো, ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতি, উপকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা;

৫) একটি সামগ্রিক জাতীয় স্কিলস পোর্টাল তৈরি করা যাতে দক্ষতা প্রশিক্ষণ, স্কিলস গ্রাজুয়েটদের তথ্য ও গ্রাজুয়েট ট্র্যাকিং, চাকরি ও চাকরিপ্রার্থীর তথ্য, স্কিলস গ্যাপ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার ইত্যাদি বিষয়ে লাইভ তথ্য সন্নিবেশিত করা; এবং

৬) অন্যান্য দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পারস্পরিক স্বীকৃতি চুক্তি (MRA)-এর মাধ্যমে দক্ষতা গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রশস্ত করা ।

৯.১ বিভিন্ন গাইডলাইন প্রণয়ন ও অনুমোদন

৯.১.১ প্রণীত বিধিমালা, নীতিমালা ও গাইডলাইন

এনএসডিএ কর্তৃক এ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত বিধিমালা, নীতিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে:

১) জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১৯
২) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০২০
৩) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চাকরি ও নিয়োগ প্রবিধানমালা, ২০২১
৪) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন গাইডলাইন, ২০১৯
৫) প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট গাইডলাইন, ২০২০
৬) অ্যাসেসর অ্যাসেসমেন্ট গাইডলাইন, ২০২০
৭) কোর্স পরিচালনার স্বীকৃতি গাইডলাইন, ২০২০
৮) অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার স্বীকৃতি গাইডলাইন, ২০২০
৯) আইসিটি ফ্রিল্যান্সারদের সনদায়ন গাইডলাইন, ২০২০
১০) পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি গাইডলাইন, ২০২১
১১) ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল অপারেশনস গাইডলাইন, ২০২১

৯.১.২ নিম্নোক্ত গাইডলাইন প্রণয়নের কাজ চলমান

ক) জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন গাইডলাইন ।
খ) সেন্টার অব এক্সিলেন্স গাইডলাইন ।
গ) প্রশিক্ষক সনদায়ন গাইডলাইন ।
ঘ) দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা গাইডলাইন ।

১০.০ একনজরে এনএসডিএ-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি

১) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য গভর্নিং বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করা হবে।

২) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০২১-এর উপর ভিত্তি করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ২০২০-২৫ কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৩) জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামো (NSQF) প্রণয়ন ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৪) এনএসডিএ-এর নিজস্ব জনবল কাঠামোতে ৮৮টি পদ সৃজনসহ টিওএন্ডই অনুমোদিত হয়েছে এবং জনবল কাঠামোর পদ সৃজনের জিও জারি করা হয়েছে।

৫) জুট সেক্টর আইএসসি গঠন শেষ পর্যায়ে এবং অ্যাগ্রিকালচার ও ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে আইএসসি গঠনের প্রক্রিয়া চলমান আছে।

৬) জাতীয় স্কিলস পোর্টাল তৈরির নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের পর কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং STP রেজিস্ট্রেশন মডিউল কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

৭) এনএসডিএ-এর অফিস বিনিয়োগ ভবন, আগারগাঁও-এ স্থানান্তর করা হয়েছে।

৮) ২২৭টি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।

৯) অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি অ্যাসেসর পুল গঠনের কাজ চলমান আছে। এ পর্যন্ত ২৬০ জন অ্যাসেসরকে পুলভুক্ত করা হয়েছে।

১০) ২৩টি অ্যাসেসমেন্ট সেন্টারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

১১) ৮১টি স্ট্যান্ডার্ড ও কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ডকুমেন্ট এবং ১১টি কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে।

১২) ১২টি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে কোর্স এ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করা হয়েছে।

১৩) ১৮ জন প্রশিক্ষককে সনদায়ন করা হয়েছে।

১৪) ৯টি অ্যাসেসমেন্ট টুলস প্রণয়ন করা হয়েছে।

১৫) দক্ষতা প্রশিক্ষণ জনপ্রিয় করা ও দক্ষতা সম্পর্কে সামাজিক নেতিবাচকতা দূরীকরণে একটি টেলিভিশন কমার্শিয়াল (টিভিসি) তৈরি করা হয়েছে এবং আর একটি নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

১৬) এনএসডিএ-কে শক্তিশালীকরণের জন্য গৃহীত টিএপিপি অনুমোদন পর্যায়ে আছে।

১৭) চীনের সাংহাইয়ে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতা, ২০২২-এর প্রতিযোগী নির্বাচনের নিমিত্ত জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতার কার্যক্রম চলমান আছে।

১৮) ফ্রিল্যান্সারদের সনদায়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

১১.০ কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮-এর ধারা ১১ অনুযায়ী একটি কার্যনির্বাহী কমিটি আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব কমিটির সভাপতি এবং কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমিটির সদস্যসচিব। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সপ্তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস।

১২.০ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সভা

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুরু হয়। কার্যক্রম শুরুর পর ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ১৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের সভা

১৩.০ এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যানবৃন্দ

ক্রমিক	নাম	পদবী	কর্মকাল
১.	মোঃ ফারুক হোসেন	নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)	৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ - ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০
২.	গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম	নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)	৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ - ২৯ অক্টোবর ২০২০
৩.	দুলাল কৃষ্ণ সাহা	নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)	২৯ অক্টোবর ২০২০ - অদ্যাবধি

১৪.০ এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

১.		নাম	দুলাল কৃষ্ণ সাহা	মোবাইল	+৮৮০১৭১১৪০৮১৮০ +৮৮০১৮৪৪৬৯৬৯৮১
		পদবি	নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)	ফোন (অফিস)	+৮৮০২৪৪৮২৬৭০১
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	ec@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
২.		নাম	মোঃ আবু ওয়াদুদ	মোবাইল	+৮৮০১৭৭৭৯৭৩৯৪৩
		পদবি	নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)-এর একান্ত সচিব	ফোন (অফিস)	+৮৮০২৪৪৮২৬৭০৬
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	ps.ec@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
৩.		নাম	মোঃ নূরুল আমিন	মোবাইল	+৮৮০১৭১১২৩১৮১৮ +৮৮০১৮৪৪৬৯৬৯৮৩
		পদবি	সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ)	ফোন (অফিস)	+৮৮০৪৪৮২৬৭০২
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	member.admin@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
৪.		নাম	কামরুন নাহার সিদ্দীকা	মোবাইল	+৮৮০১৭১৬৭৮৭৪০০
		পদবি	সদস্য (সমন্বয় ও এ্যাসেসমেন্ট)	ফোন (অফিস)	+৮৮০২৪৪৮২৬৭০৫
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	member.assessment@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
৫.		নাম	ড. মোঃ জিয়াউদ্দীন	মোবাইল	+৮৮০১৭১৫০২৬৯৬১
		পদবি	সদস্য (নিবন্ধন ও সনদায়ন)	ফোন (অফিস)	+৮৮০২৪৪৮২৬৭০৪
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	member.certification@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
৬.		নাম	বেগম আলিফ রুদাবা	মোবাইল	+৮৮০১৮৪৪৬৯৬৯৮৪
		পদবি	সদস্য (পরিকল্পনা ও দক্ষতামান)	ফোন (অফিস)	+৮৮০২৪৪৮২৬৭০৩
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	member.planning@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
৭.		নাম	মোঃ আব্দুর রহমান	মোবাইল	+৮৮০১৭১৮৬৩৩৩৭৫
		পদবি	পরিচালক (প্রশাসন)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	dir.admin@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
৮.		নাম	জেসমীন আক্তার	মোবাইল	+৮৮০১৫৫২৩৬২১৯৩
		পদবি	পরিচালক (এ্যাসেসমেন্ট)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	dir.assessment@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
৯.		নাম	মোঃ নজরুল ইসলাম	মোবাইল	+৮৮০১৯৭২৮০৪৭১০
		পদবি	পরিচালক (নিবন্ধন)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	dir.registration@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	

১০.		নাম	সায়রা পারভীন	মোবাইল	+৮৮০১৮৪৪৬৯৬৯৮৪
		পদবি	পরিচালক (দক্ষতা কার্যক্রম সমন্বয়)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	dir.skillscoordination@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
১১.		নাম	অংশু কুমার দেবনাথ	মোবাইল	+৮৮০১৯১৮৯০৪৪৬৬
		পদবি	পরিচালক (সনদায়ন)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	dir.certification@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
১২.		নাম	ড. মো. আনোয়ারুল হক	মোবাইল	+৮৮০১৮১৮২৫৬৮৬৯
		পদবি	পরিচালক (পরিকল্পনা ও শিল্প সংযোগ)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	dir.isc@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
১৩.		নাম	ড. জাহাঙ্গীর হোসেন	মোবাইল	+৮৮০১৭১৮৫৩৩৯৪৪
		পদবি	পরিচালক (অর্থ)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	dir.accounts@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
১৪.		নাম	মোঃ কামরুজ্জামান	মোবাইল	+৮৮০১৮১৯১৮৯৩২০
		পদবি	পরিচালক (দক্ষতামান ও পাঠ্যক্রম)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	dir.skillsstandard@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
১৫.		নাম	মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান	মোবাইল	+৮৮০১৭১১৪৫২৬৫৪
		পদবি	উপপরিচালক (এইচআরএম ও প্রকিউরমেন্ট)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	dd.hrm@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
১৬.		নাম	শুভ্রা রায়	মোবাইল	+৮৮০১৫৫৯০৮৯৮৫০
		পদবি	উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	dd.planning@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
১৭.		নাম	মোহাম্মদ জাহিদ আখতার	মোবাইল	+৮৮০১৮৩৪৮১১৯৩৪
		পদবি	উপ পরিচালক (প্রশাসন)	ফোন (অফিস)	+৮৮০২৮৮৯১০৪১
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	dd.admin@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
১৮.		নাম	তাছলিমা আক্তার	মোবাইল	+৮৮০১৮২৩২৩১৬৬০
		পদবি	উপপরিচালক (নিবন্ধন)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	dd.registration@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
১৯.		নাম	ইফ্ফাত জাহান	মোবাইল	+৮৮০১৮১১৪৫৮১৫০
		পদবি	উপপরিচালক (দক্ষতামান)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	dd.skillsstandard@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	

২০.		নাম	মোঃ শামীম-আল-ইমরান	মোবাইল	+৮৮০১৭৩১৯৩৮৯৬৮
		পদবি	উপপরিচালক (মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	dd.hrm@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
২১.		নাম	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	মোবাইল	+৮৮০১৭১২৮৩০৬১৬
		পদবি	উপপরিচালক (এ্যাসেসমেন্ট)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	dd.assessment@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
২২.		নাম	প্রকৌশলী বি, এম, শরিফুল ইসলাম	মোবাইল	+৮৮০১৭১৫০১০৩২১
		পদবি	উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	sharif9375@gmail.com	ফ্যাক্স	
২৩.		নাম	বেগম সাইদা খানম	মোবাইল	+৮৮০১৭৬৩০৮৩৪৩৮
		পদবি	সহকারী পরিচালক (দক্ষতামান)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	ad.skillsstandard@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
২৪.		নাম	মোঃ শাহ আলম মিয়া	মোবাইল	+৮৮০১৭৩৮০১৮৮৩৩
		পদবি	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	ad.admin@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
২৫.		নাম	মোঃ নাজমুল হাসান	মোবাইল	+৮৮০১৬৩১৭৪৫০৬৭
		পদবি	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	ad.admin@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
২৬.		নাম	মোসাঃ আফিয়া সুলতানা চৌধুরী	মোবাইল	+৮৮০১৭৪৭৭৬০৫৮৪
		পদবি	জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	asst.programmer@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	
২৭.		নাম	নূরুন্নাহার বেগম	মোবাইল	+৮৮০১৭১৫১৬৮২১১
		পদবি	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	ফোন (অফিস)	
		অফিস	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	ফোন (বাসা)	
		ই-মেইল	ecnsda@nsda.gov.bd	ফ্যাক্স	

ফটোগ্যালারি

ক্রিয়েটিভ মিডিয়া আইএসসি-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি

"স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ফর ইনক্লুসিভ গ্রোথ ইন বাংলাদেশ" বিষয়ক সেমিনার

ফটোগ্যালারি

আইপিএসএন কোরিয়ার প্রতিনিধিদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

জাতীয় শোক দিবসে আলোচনা সভা

ফটোগ্যালারি

স্ট্যান্ডার্ড ভেলিডেশন কর্মশালা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০২১-২২-এর অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

ফটোগ্যালারি

অ্যাকশন প্ল্যান, ২০২০-২৫-এর ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান তৈরির কর্মশালা

৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস উদযাপন

ফটোগ্যালারি

জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ই আগস্টের সকল শহিদের প্রতি প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

এনএসডিএ-এর নিয়োগসংক্রান্ত অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য টেলিটকের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর